সঙ্গীতসুধাকর।

দ্বিতীয় ভাগ।

বর্দ্ধমানাধিপতি হিজ্ হাইনেস্ স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ

মহ্তাব্‌চন্দ্ বাহাদুর কর্ত্তৃক বিরচিত।

তদীয় তনয় হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ

শ্রীশ্রীশ্রীযুক্ত আফ্তাব্‌চন্দ্ মহ্তাব্ বাহাদুর

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্দ্ধমান।

অধিরাজ যন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেব ভট্টের দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৮৭ সাল ২২ ফাল্গুন।

সঙ্গীতসুধাকর।

দ্বিতীয় ভাগ।

বর্দ্ধমানাধিপতি হিজ্ হাইনেস্ স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ

মহ্তাব্‌চন্দ্ বাহাদুর কর্ত্তৃক বিরচিত।

তদীয় তনয় হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ

শ্রীলশ্রীযুক্ত আফ্‌তাব্‌চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুর

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্দ্ধমান।

অধিরাজ যন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেব চট্টরাজ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৮৭ সাল ২২ ফাল্গুন।

বিজ্ঞাপন।

বর্দ্ধমানাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ হিজ্ হাইনেস্ মহ্তাব্চন্দ্ বাহাদুর বিবিধ তানলয় বিশুদ্ধ বহুসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিয়া জীবদ্দশায় "সঙ্গীতসুধাকর" নামে যে গীতগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন এবং পুস্তক প্রচারের পর যে সমুদয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদ্রচিত সঙ্গীত সমুদয় দ্বিতীয় খণ্ডে তদীয় তনয় হিজ্হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত আফ্তাব্ চন্দ্ মহ্তাব বাহাদুরের আদেশানুসারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল, স্বর্গীয় মহারাজ যে যে সঙ্গীত অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রিসভার অভিপ্রায়ানুসারে তদ্রূপই প্রকাশিত হইল, সঙ্গীত-রসজ্ঞ সামাজিকগণ এই সমুদয় সঙ্গীত দ্বারা মহারাজ বাহাদুরের রচনা-শক্তির পরিচয় পাইবেন। ইতি

---

১৮ ফাল্গুন
সন ১২৮৭ সাল
বর্দ্ধমান রাজবাটী

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

২২১১

সঙ্গীতসুধাকর।

দ্বিতীয় ভাগ।

রাগিণী সিন্ধু। তাল বিমাতেতালা।

প্রেমের প্রধান কল্প, প্রণয়িনী অধীনতা।
অকপট স্নেহ আর, বর্জ্জিত প্রেম খলতা॥
প্রেম স্থায়িত্ব কারণ, কহিবে মিষ্ট বচন,
যাহে উভয়ের মন, নির্ব্বিঘ্নে রহে সমতা॥ (১)

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল কওয়ালি ধিমাতেতালা।

ষট্‌পদ সম বন্ধু, কেন হইলে এখন।
বহু ফুলে মধু পানে, সদা দেখি তব মন॥
একি তব ভালবাসা, নানা ফুলে কর আশা,
না গেল ক্ষুধা পিপাসা, নিত্য কর বিচরণ॥ (২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

পদ্ম ব্যতীত কোথা, ভ্রমরের আকিঞ্চন।
অন্য ফুলে তৃপ্ত নহি, কেবল কমলে মন॥
আছে ত কুসুম রাশি, কিন্তু নাহি ভালবাসি,
বসামাত্র ফিরে আসি, না করি মধু গ্রহণ॥ (৩)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম করা এত দায়, এত দায় গো।
দুই দিক্ কিসে রয়, কি করি উপায় গো॥

দিবা নিশি ঘরে পরে, সবে তিরস্কার করে,
কত সহিব অন্তরে, দুঃখে মৃতপ্রায় গো।
লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত, লজ্জায় সদা লজ্জিত,
কি উপায় সমুচিত, লাজে প্রাণ যায় গো॥
যে ছিল তার ভরসা, সে আশা হলো বিরসা,
পর প্রেমে এ দুর্দ্দশা, জানিনা ঘটায় গো॥ (৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত যে হয়েছি উদাস, তবু কি যায় তার আশ।
এমানস অভিলাষ, নাশ নহে পেয়ে ত্রাস॥
প্রেম হৃদে করে বাস, সে কি হইবে নিরাশ,
থাকিবে তার প্রয়াস, ভয়ে মাত্র অপ্রকাশ॥ (৫)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল মধ্যমান ঠেকা।

মন দুঃখ কারে কব, কে হবে দুঃখের সাথি।
কে এত দরদী হবে, এ দুঃখে পথের পাথি॥
সুখেতে সকলে পাই, দুঃখে সকলে হারাই,
ব্যথিত কেহ ত নাই, বিপদে হইবে ব্যথি॥ (৬)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ঠেকা।

কেমনে ভুলিব তারে, যেরূপ মনে উদিত।
ভুলিতে বাসনা করি, কিন্তু সে হৃদয়ে স্থিত॥
ত্যজিতে তাহার আশ, মনেতে করি প্রয়াস,
বাহ্যে না করি প্রকাশ, অন্তর সদা তাপিত॥ (৭)

রাগিণী খাম্বাজ মল্লার। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম যদি স্থায়ী হইত, সকলে সুখ লভিত।
অস্থায়ী জানিয়ে তবু, প্রেমেতে হয় লোভিত॥
জলবিম্ব সম প্রেম, তুচ্ছ বাক্যে ব্যতিক্রম,

একি দেখি ভ্রম, যত দিন প্রেম থাকে,
উভয়ে হয় শোভিত॥ (৮)

রাগিণী সিন্ধু। তাল জলদ্‌তেতালা।

অবিচ্ছেদে প্রেম যদি, রাখা হত বশীভূত।
তবে ত জানিতাম সব, বিচ্ছেদ কিসে সম্ভূত॥
প্রণয় প্রথম আশ, অবিচ্ছেদ অবিনাশ,
কিন্তু সেই অভিলাষ, নাশে বিচ্ছেদ সম্ভূত॥ (৯)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

যত দূর সহিতে পারি, ততই প্রাণে সহিব।
দুঃখে যদি প্রাণ যায়, তবু কারে না কহিব॥
যন্ত্রণা কি উত্তেজনা, তাহে নহি অন্যমনা,
নারীর এক ধারণা, তাহারি প্রেমে রহিব॥ (১০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল বিমাতেতালা।

যদি সুখের মিলন, বসে থাকিত।
কপাল ক্রমে, তবে কি প্রেমিক জন, বিচ্ছেদে হতো তাপিত॥
যামিনীর জাগরণে, দরশন আলাপনে,
সুখী মন প্রাণে, সে সুখ বঞ্চিত করে,
ভানু হইলে উদিত॥ (১১)

রাগিণী সুরট খাম্বাজ। তাল ঐ।

বিচ্ছেদ যদি হয় তাড়িত।
মিলন গুণে, তবে কি সে প্রেমে কভু বিরহে করে পীড়িত॥
বিচ্ছেদের শঙ্কা মনে, তাপিত করে জীবনে,
কি ঘটে কোন্‌ ক্ষণে, প্রেমিক প্রেমিকাগণে,
এভাবনায় জড়িত॥ (১২)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল খিমাতেতালা।

বিচ্ছেদ দুঃখ যত সই, নারী বলে সব সই।
ভালবাসি যারে সে কই, তার কথা কারে কই॥
যে প্রতিমা নিরন্তর, মোদিত করে অন্তর,
সে হইলে দেশান্তর, কেমনে জীবিত রই॥ (১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত যে মান করেছে, তবু তাতে দুঃখী নই।
ভালবাসে এসে না সে, তবু প্রাণে সুখী রই॥
মনে যদি স্নেহ করে, কাছে কিবা থাকে দূরে,
আমার জানিয়ে তারে, সব জ্বালা প্রাণে সই॥ (১৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেহ ভালবাসে না তারে, আমি ভাল বাসি যারে।
কি দোষ করেছে সেই, যাতে সবে দ্বেষ করে॥
যার প্রেমে আমি সুখী, তাতে সব হয় দুঃখী,
অকারণে হিংসা দেখি, বল কে সহিতে পারে॥ (১৫)

রাগিণী সুরট। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রণয় মহাসাগরে, স্বেচ্ছা-গতি সুখাবহ।
উত্থিত পতিত দুঃখ, সমভাবে অহরহ॥
মনান্তর ঝটিকায়, উৎসাহ লয় পায়,
প্রেমিক ভাবিয়া যায়, কলহ স্রোতের সহ॥ (১৬)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঐ।

পূর্ব্বমত এসো না, আর হেথা এস না।
যদি এসো বস না, তবে হেথা বসো না॥
কথায় পারে মোহিতে, তব সম কে মহীতে,
অবলা বিমোহিতে, একি প্রাণ বাসনা॥ ১৭)

রাগিণী সিন্ধু। তাল জলদ্ তেতালা।

প্রেম সাধ নিবারণ, বুঝি হইল এখন।
বিধি বাদ সাধিল, বিফল হলো যতন॥
যত তারে ভালবাসি, কায়মনে তারে তুষি,
তবু সে যে অসন্তোষী, তুচ্ছ কথায় জ্বালাতন॥ (১৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

বিরহ যাতনা যে জানে না, কখন বলি না তারে।
ছুৎনা পাবে কথা হবে, কেবল বসে থাকি ঘরে॥
একে বিরহ বিষাদ, তাহে লোক অপবাদ,
নারী জন্ম পরমাদ, সদা দুঃখে কাল হরে॥ (১৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

জন্ম যদি দুঃখে গেল সই, তবে কিসে সুখে রই।
কপাল তেমন কই, নারী বলে সব সই॥
আপনার নাহি কেহ, স্বজনের নাহি স্নেহ,
গঞ্জনায় তাপিত দেহ, প্রেম করে দুষী হই।
ঘরে থাকি একাকিনী, তবু করে কানাকানী,
ভেবে যেন পাগলিনী, আমি যেন আমি নই॥ (২০)

রাগিণী লুন্‌ঝিঝুটি। তাল জলদ্‌তেতালা।

মন কোমল যেমন, যথা কমল সমান।
প্রিয়ার দরশনে যেন, তপন প্রতীয়মান॥
শশীর রশ্মি শীতল, পদ্মের পক্ষে গরল,
ভানু তাপেতে বিকল, না হয় পদ্মের প্রাণ॥ (২১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেয়সী যাহে সন্তোষী, তাহে অভিলাষী মন।
রুষ্টভাষী হলেও তুষী, দুখঃনাশী সে বচন॥

তপন তেজ অশান্ত, অসহ্য অন্যে নিতান্ত,
কিন্তু পদ্ম প্রাণকান্ত, একান্ত সুখ দর্শন ॥ (২২)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওয়ালি ঠেকা।

মনে প্রেম করে বাস, অবিচ্ছেদ অভিলাষ।
প্রেমিকের প্রেম সদা, হৃদয়ে করে বিলাস ॥
অকিঞ্চন আকিঞ্চন, গঞ্জন যথা অঞ্জন,
ভর্ৎসন হয় রঞ্জন, ভঞ্জন নহে প্রয়াস ॥ (২৩)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

কষ্টে শ্রেষ্ঠে যদি পাই, তথাপি তুষ্ট হৃদয়।
দুষ্টে রাষ্ট্রে কিবা হয়, বরং নষ্টে দুঃখোদয় ॥
অভীষ্টে যাহার আশ, ভ্রষ্টে কে সে অভিলাষ,
রুষ্টে তার কিবা ত্রাস, আনষ্টে ক্লেশ আশ্রয় ॥ (২৪)

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল ঐ।

এত যে অপমান করেছে, তবু কি তা মনে হয়।
রোষে যদি কটু-ভাষে, তাহাও এ প্রাণে সয় ॥
যাহার তুষ্টিতে তুষ্ট, রুষ্ট হলে নাহি রুষ্ট,
সেই যদি দেয় কষ্ট, সহিব সে সমুদয় ॥ (২৫)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

পরবশে বশীভুত, নিজ জনে মতান্তর।
পর কি হয় আপন, সে যে ভাবে ভাবান্তর ॥
সে আমার আমি তার, এই ছিল সংস্কার,
কিন্তু বল কেবা কার, আঁধার পর অন্তর ॥ (২৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

দমন করে কে এ, বিরহ যাতনা।
শমন সমান দেখি, মদন তাড়না ॥

প্রেম নায়ক ব্যতীত, বিরহিণী লালায়িত,
মানসে সদা তাপিত, নিশি মহা বিড়ম্বনা ॥ (২৭)

রাগিনী দ্বেষ সুরট। তাল জলদ্‌তেতালা।

যথায় ভাল বাসা দেখ, তথায় কেবল ক্লেশ।
ভাল বাসা সুখ বটে, কিন্তু বৃদ্ধি করে দ্বেষ ॥
ভাল বাসাতে বিবাগ, ভাল বাসাতে বিরাগ,
ভালবাসায় গৃহত্যাগ, ভাল বেসে দুঃখ শেষ ॥ (২৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

সুস্থির কিসে হইব, অস্থির হয়েছে মন।
তোমার প্রেমেতে প্রাণ, এই ত হলো এখন ॥
প্রেম করে সুখী হব, তোমার হইয়া রব,
কিন্তু দুঃখ অসম্ভব, সবে করে জ্বালাতন ॥ (২৯)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল জলদ্‌তেতালা।

অন্তরে যে বিরাজে, অন্তরে তার কিবা দুঃখ।
যথায় তথায় থাকুক, হৃদে দেখি তার মুখ ॥
কত লোকে কত কহে, বন্দীসম থাকি গৃহে,
এ সকল ক্লেশ সহে, তার ভাবে পাই সুখ ॥ (৩০)

রাগিণী ঝিঝুটি। তাল ধিমাতেতালা।

সতত প্রেম প্রয়াস, হৃদে যার করে বাস।
লোক লাজে কিবা ত্রাস, কি ফল তার গৃহবাস ॥
প্রেমের দেখ না বল, ত্যজিয়ে আত্ম সকল,
প্রণয় করি সম্বল, কি গৃহ কিবা প্রয়াস ॥ (৩১)

রাগিণী বারোঁয়া। তাল ঠুঙ্গরী।

অন্তরে যে বাস করে, অক্ষি মুদি হেরি তারে।
সম ভাব ভাবে মন, নিকটে অথবা দূরে ॥

সে যদি থাকে বিদেশে, মানসে দেখি চাক্ষুসে,
মম হৃদয় বিলাসে, সম্মুখ সুখ সঞ্চারে ॥ (৩২)

রাগিণী বারোঁয়া সিন্ধু। তাল আদ্ধাকওয়ালি।

প্রেম যে সামান্য নহে, প্রেম ব্রত মহাযোগ।
অচ্ছিদ্রে হলে সম্পন্ন, নাহি হয় দুঃখ ভোগ ॥
প্রেম ঘটে যদিস্যাৎ, কোন রূপেতে ব্যাঘাৎ,
তবে যোগে ব্যতিপাৎ, তৎফল হয় বিয়োগ ॥ (৩৩)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

স্বদেশে বিদেশে ঘোষনা, গঞ্জনা যাতনা ঘরে।
কটু ভাষে শ্লেষে হাসে, আক্রোশে কহে অপরে ॥
ছলে জানিয়ে আভাষ, কৌশলে করে প্রকাশ,
বলে কত কটু ভাষ, সম জনে ঘৃণা করে ॥ (৩৪)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

বল সখি সে কেমন আছে, যার জন্য এ দুঃখ ঘটেছে।
আর যে দেখিব তাকে, সে সব সাধ মিটেছে ॥
কোন না কোন প্রকারে, দেখা হতো পরস্পরে,
জানিল তা ঘরে পরে, দেশে দুর্নাম রটেছে ॥ (৩৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেম যাহে বৃদ্ধি হয়, এই ত প্রেমের মর্ম্ম।
অবিবাদে অবিচ্ছেদে, সম ভাব এই কর্ম্ম ॥
প্রেমেতে বহু জঞ্জাল, বিচ্ছেদে দুঃখ বিশাল,
প্রেম রহে চিরকাল, প্রণয়ীর এই ধর্ম্ম ॥ (৩৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

নিবৃত্তি না হয় কভু, মানসে প্রণয় আশা।
প্রেয়সী মিলন বিনা, না যায় প্রেম পিপাসা ॥

নয়ন সুখ দর্শন, অনঙ্গ সুখ স্পর্শন,
মন করে আকর্ষন, বৃদ্ধি করয়ে লালসা।
দিবস কিবা যামিনী, সহ বাস সহ ধনী,
একক কি একাকিনী, হইলে ঘটে দুর্দ্দশা॥
অবিচ্ছেদ সম্মীলন, তৃপ্ত যাহে হয় মন,
নতুবা যে আকিঞ্চন, বিফল হয় ভরসা॥ (৩৭)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল আদ্ধা কওযালি।

অবলা অতি সরলা, কামিনী মন কোমল।
প্রবলা যে প্রেমজ্বালা, উতলা মন অমল॥
অল্পেতে অধিক হয়, মহাবলী এ প্রণয়,
কমল সম হৃদয়, বিরহে করে চঞ্চল॥ (৩৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

যথায় তথায় থাকি, সদা তার অভিলাষ।
সেই কোথা আমি কোথা, হৃদয়ে করে বিলাস॥
পর অধীনা অবলা, স্বাধীনা নহে সবলা,
কিন্তু প্রণয় প্রবলা, মানসে করে উল্লাস॥ (৩৯)

রাগিণী পুরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

হৃদয় কমল মধ্যে, অহরহ যে বিহরে।
তন্নাম শ্রবণে দেহ, স্পর্শ সুখেতে সিহরে॥
যদভাব ভাবনীয়, কান্ত নাম কমনীয়,
আনন্দ অবর্ণনীয়, মানসদুঃখসংহরে॥ (৪০)

রাগিণী সিন্ধুবারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

কিবা দোষে কি আক্রোশে, বিধু-বদন বিরস।
কি আভাষে অসন্তোষে, কহ বচন নীরস॥
সুস্বভাব কমনীয়, প্রেমার্থিক মাননীয়,

বর্জ্জনীয় রমণীয়, তাহে দেখি সুধারস ॥ (৪১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

কি কারণে অভিমানে, অয়ি অম্বুজ লোচনে।
ধরাশয়নে বিমনে, কেন হে সুখ দর্শনে ॥
অভাষ কিবা আভাষ, অপ্রকাশ অভিলাষ,
প্রয়াস কর প্রকাশ, হে ভামিনি চন্দ্রাননে।
হে মানস সম্পদে, হে প্রণয় আস্পদে,
হে তৎকাল বিসম্বদে. অয়ি ক্রোধ পরায়নে ॥
ত্যজ প্রেয়সী আক্রোশ, অবিনাশী দেখি রোষ,
সন্তোষী ক্ষমহ দোষ. অভিলাষী সযতনে ॥ (৪২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

তাপিতে শীতল মন, করণে সক্ষম যেবা।
বুঝিয়ে দেখ না সখি, অন্তরে বিরাজে কেবা ॥
যাহার মধুর ধ্বনি, কর্ণে করে প্রতিধ্বনি,
একমাত্র তারে জানি, সে বা কার করে সেবা ॥ (৪৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

মিলন হলো দুর্লভ; গোপনে বল্লভ সহ।
অনুপায় দেখি সখি, কৃপায় উপায় কহ ॥
দুর্দ্দান্ত যে পরিবার, কৃতান্ত সম দুর্ব্বার,
অশান্ত [illegible] অনিবার, প্রাণান্ত সম কলহ ॥ (৪৪)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল যৎ।

মান অপমান সমান, প্রিয়ে তব সন্নিধান।
বধ প্রাণ কর ত্রাণ, প্রেয়সী যথা বিধান ॥
কষ্ট দিতে যদি মত, তাহাতে আছি সম্মত,
প্রেয়সীর অভিমত, সর্ব্ব প্রকারে প্রধান ॥ (৪৫)

রাগিণী সিন্ধু বারোয়াঁ। তাল কওয়ালি।

মানসে প্রণয় বোধ, বাসনা মহানির্ব্বোধ।
ধৈর্য্য অবলম্ব করে, নাহি দেখি প্রতিযোধ॥
মনজ প্রেম প্রয়াস, স্বয়ম্ভু যঃ অবিনাশ,
মানসে হয় বিকাশ, উৎসাহ অবিরোধ॥ (৪৬)

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

মনে মনে ভেবে ভেবে, দুঃখে দুঃখে যায় দিন।
ঘরে ঘরে পরে পরে, কথায় কথায় হীন॥
কত কত কয় দেশে, যত যত হয় দ্বেষে,
তত তত থাকি ত্রাসে, ভয়ে ভয়ে দেহ ক্ষীণ॥ (৪৭)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল আদ্ধা কওয়ালি।

বন্ধু সহ অহরহ, সস্নেহ যথা আলাপ।
সে আশ হয় বিনাশ, গৃহবাস যে বিলাপ॥
মন মধ্যে ছিল সাধ, বিরুদ্ধে ঘটে বিসাধ,
মিলনে সমূহ বাধ, পূর্ব্ব প্রণয় প্রলাপ॥ (৪৮)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ঠুঙ্গরী।

স্ব গৃহে নিগ্রহে সদা, সস্নেহে সখার আশ।
কলহে এ দেহ দহে, তথাপি তাহে প্রয়াস॥
সন্দেহে করে ভর্ৎসন, কহে অকথ্য কথন,
মোহে হই অচেতন, নহে সে প্রেম বিনাশ॥ (৪৯)

রাগিণী দেশসুরট। তাল বিমাতেতালা।

স্বজন গঞ্জনকারী, রঞ্জন হে প্রিয়জন।
ভঞ্জন কি হয় প্রেম, যথা মনে প্রয়োজন॥
সতত করে তর্জ্জন, আভাসে করে গর্জ্জন,
তথাপি প্রেম বর্জ্জন, কিন্তু তে নহে ভাজন॥ (৫০)

রাগিণী সিন্ধুমল্লার। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেমে যদি সীমা থাকিত, তবে কে হতো লোভিত।
অসীম প্রেম মহিমা, অপ্রেমিক অজানিত॥
সমভাব পরস্পর, প্রেম তত বৃদ্ধিকর, ন্যূন কদাচিত,
ক্ষোভিত নহিত প্রেম, বাঞ্ছিতে সদা লভিত॥ (৫১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠেকা।

সুরীতি কিম্বা কুরীতি, পীরিতি রীতি কে জানে।
কিবা নীতি কিবা গতি, কিবা মতি হয় মনে॥
পীরিতি খ্যাতি প্রধান, কে জানে বসতি স্থান,
প্রকৃতি কিবা বিধান, নিষ্কৃতি নহে সাধনে॥ (৫২)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেমনে জানিব বন্ধু, তব মন কি প্রকার।
ভালবাসি বল কিন্তু, পর মন অন্ধকার॥
আপন মন যেমন, জানিতে পারি কেমন,
তদ্রূপ জানিলে মন, দ্বিধা হয় প্রতীকার॥ (৫৩)

রাগিণী সিন্ধু বাৰোঁয়া। তাল কওয়ালি।

মন তারে ভালবাসে, সহবাসে কি প্রবাসে।
সমভাবে মন তোষে, বিদেশে কিম্বা বিদ্বেষে॥
গুরু জন মহাত্রাসে, দুঃখে কিম্বা মন ক্লেশে,
তথাপি মন উল্লাসে, সন্তোষে তার আভাসে॥ (৫৪)

রাগিণী কাফি। তাল যৎ।

ঘরে পরে করে জ্বালাতন, একি রে জ্বলন।
রুষ্ট কহে বাক্যে দহে, কত সহে এ জীবন॥
তার বিচ্ছেদে আকুল, খেদে সতত ব্যাকুল,
এ প্রমোদে প্রতিকূল, বিবাদে তাপিত মন॥ (৫৫)

রাগিণী সুরট। তাল আড়া কওয়ালি।

কামিনী কোমল দেহ, অথচ কঠিন মন।
স্বভাব দ্বিভাব দেখ, কিন্তু মধুর বচন॥
দৃশ্যে যেন সৌদামিনী, মানসে যথা ভামিনী,
স্বমতে সদা গামিনী, মনন ন নিবারণ॥ (৫৬)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

গ্রহ বিগ্রহ হইল, গৃহবাসে স্নেহ নাশ।
পরিবারে তিরস্কারে, অন্তরে দুঃখ প্রকাশ॥
গঞ্জনে নাশিত সুখ, প্রণয় ভঞ্জনে দুঃখ,
রঞ্জনে সবে বিমুখ, দর্শন আশ বিনাশ॥ (৫৭)

রাগিণী সিন্ধুবারোঁয়া। তাল আড়াকওয়ালি।

প্রেম জ্বালায় জ্বালাতন, সদা মন উচাটন।
কি সন্ধানে কি বিধানে, মিলন হবে ঘটন॥
বিষম জ্বালা বিরহ, দহে দেহ অহরহ,
ধৈর্য্য কি ধরিতে কহ, নামে কলঙ্ক রটন॥ (৫৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

সুদিন কুদিন ঘটে, প্রণয় পদ্ধতি এই।
সুখে দুঃখে যথা কাটে, প্রেম মর্ম্ম জানে যেই॥
সুভাষা কভু বচসা, আশা কখন নিরাশা,
প্রেমে হয় নানা দশা, সদা সহ্য করে সেই॥ (৫৯)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল জৎ।

সঙ্কেত স্থানেতে গিয়ে, এখন দেখা পাই না।
কত বার গিয়েছিলাম, এখন আর যাই না॥
আসিব আসিব বলে, বোঝ না কি বলেছিলে,
কেন বৃথা দেখা দিলে, চেয়েও আর চাই না॥ (৬০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

মনজ প্রণয় হয়, মানসে করে বিকাশ।
পঙ্কজ সলিল ভেদি, যেমন হয় প্রকাশ॥
মন্মথ প্রণয় আশ, উৎপত্তি যথা বিনাশ,
সরস শুভ প্রয়াস, তামস কু অভিলাষ॥ (৬১)

রাগিণী ঝিঝুটীখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

হে মানিনি বরাননি, অয়ি কর্কশভাষিতে।
মলিনী দুঃখিনী প্রিয়ে, অহো আশ্রিতে ত্রাসিতে॥
কোমলাঙ্গী অয়ি ক্ষীণে, পূর্ণিত অক্ষি জীবনে,
রক্ষ অধীনে জীবনে, হে করুণা প্রকাশিতে॥ (৬২)

রাগিণী ভটিয়ারি। তাল খেমটা।

আমি কেবল তাহারে, মাত্র চাই রে।
যথা শুনি আছে সখা, তখন তথা যাই রে॥
পাইলে তার সন্ধান, বিচলিত হয় প্রাণ,
গমনে কি অবিধান, যদি দেখা পাই রে॥ (৬৩)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেমজ্বালা সহাভার, সহাভার গো।
অবলা সরল মন, স্বভাব উদার গো॥
পুরুষ বাক্যে সরল, অন্তর নহে নির্ম্মল,
চতুর নিষ্ঠুর খল, অধীনে অবিচার গো॥
নির্ব্বোধ নারীর মন, না বুঝে কপট মন,
তাহা না হলে এমন, দশা হয় আমার গো।
উৎসাহে প্রেম প্রয়াস, মানসে করিয়ে আশ,
বুঝিয়ে তার আভাষ, প্রেমে হয় ধিক্কার গো॥ (৬৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

যথা পাপ গ্রহ রাহু, গ্রাস করে সুধাকরে।
সেই রূপে পুরজন, স্বগৃহে কর্ষণ করে॥
শশীর রাহু যেমন, মম পক্ষে পর জন,
গগণে চন্দ্রগ্রহণ, স্বগণে গ্রাসিছে মোরে॥ (৬৫)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি অনিন্দিতে প্রেয়সি, অকারণ অসন্তোষি।
তাপিত মন শীতল, কুরু প্রিয়ে মিষ্টভাষি॥
হে স্বাধীনে ক্রোধাধীনে, বিরুদ্ধ ভাব অধীনে,
করুণা কুরু ঈক্ষণে, প্রসন্নানন প্রয়াসী॥ (৬৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

জীবন অপেক্ষা কৃত, প্রণয় স্নেহ অধিক।
প্রাণ প্রেমে এ উভয়ে, প্রেম প্রাণে সমধিক॥
প্রেম জন্য কুল ত্যজে, প্রেম জন্য মান ত্যজে,
প্রণয় জন্য অব্যাজে, ধন প্রাণে হয় ধিক॥ (৬৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

মানময়ি ত্যজ মান, অয়ি মন বিলাসিনি।
ক্রোধিতা যেন সাপিনী, মলিনা ধরা বাসিনী॥
হে বারি-পূর্ণ-লোচনে, তাপিনী অধীন জনে,
অধীরা ধরা-খননে, চন্দ্রাননে অভাষিণী॥ (৬৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

হে ভীরু কুরু করুণা, তাপিতে প্রেমার্থি জনে।
নির্দ্দোষে হে অসন্তোষে, আক্রোশে অধোবদনে॥
হে জীবিতেশ্বরি ধনি, প্রাণ বল্লভে মানিনি,
অয়ি কোমলে মলিনি, প্রিয়ে মুঞ্চ মান দীনে॥ (৬৯)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

হে তাপিতে দুঃখান্বিতে, রূঢ় ভাষিতে গর্জ্জিতে।
অয়ি অদূর দর্শিতে, কুপিতে দুঃখ অর্জ্জিতে॥
হে চন্দ্রাননি ঈপ্সিতে, নয়ন-বারি প্লাবিতে,
অধীরা ধরা-শায়িতে, দয়িতে সুখ বর্জ্জিতে॥ (৭০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

হে মম সুখদায়িনি, হে প্রিয়ে দুঃখহারিণি।
মানিনি অবলম্বিনী, মলিনি বেশ ধারিণি॥
হে শুভে তড়িতবর্ণা, কিং ক্ষোভে জড়িতা জীর্ণা,
বল্লভে পীড়িতা পূর্ণা, অয়ি আনন্দকারিণি॥ (৭১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মানিনি ধরা বাসিনী, অধীরা যেন দামিনী।
হে চন্দ্রাননি মলিনি, দুঃখিনি ক্রোধ-তাপিনি॥
অয়ি মানস-রঞ্জিতে, হে মম ক্লেশ ভঞ্জিতে,
দীনা বিমনা ভুঞ্জিতে, অয়ি হৃদয়চারিণি॥ (৭২)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি কোমল স্বভাবে, দীনাভাবে রুদ্যমানা।
কুপিতে দুঃখ তাপিতে, অভাষিতে ক্ষুণ্ণ-মনা॥
অয়ি ভীরু চন্দ্রাননে, শীতল কুরু ঈক্ষণে,
তৃপ্ত প্রেমার্থী অধীনে, মুঞ্চ হে মান কামনা॥ (৭৩)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

হে অসন্তোষে নির্দ্দোষে, মৃষা দোষ আরোপিতে।
রোষে কিম্বা পর বশে, গূঢ় উদ্দেশে তাপিতে॥
অয়ি প্রণয় নায়িকে, স্বল্পবুদ্ধে অমায়িকে,
আভাষে ক্লেশদায়িকে, রূঢ় ভাষে প্রলাপিতে॥ (৭৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি চারুশীলে প্রিয়ে, ভূতলে ক্রোধে বিমর্শে।
অয়ি কোমলে বিমলে, বিহ্বলে অদূর দর্শে॥
হে ক্ষীণাঙ্গি ক্ষীণবুদ্ধে, হে মান অসাধ্যে ক্রুদ্ধে,
অয়ি প্রণয় বিরুদ্ধে, হে প্রেমিক হর্ষ ধর্ষে॥ (৭৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সুধাংশু আস্য বিমর্শ, ঘন বাহিত নিশ্বাস।
প্রেমার্থিক হর্ষ ধর্ষ, বিরোধি বাক্যে বিশ্বাস॥
অয়ি মানস কর্ষিতে, অয়ি অদূর দর্শিতে,
কর্কশ বাক্য বর্ষিতে, মর্শিতে দেহি আশ্বাস॥ (৭৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

হে মম মানস যত্ন, প্রণয় রত্ন সঞ্চিতে।
অনাদরে ভাবান্তরে, ক্ষুব্ধিতে প্রেম বঞ্চিতে॥
স্বাধীনে তব প্রণয়, অধীনে যথা প্রলয়,
মানিনে ধ্বংসিতে শ্রেয়ঃ, করুণা কুরু কিঞ্চিতে॥ (৭৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি প্রণয় বিরুদ্ধে, আরাধ্যে অকৃপান্বিতে।
মহাক্রুদ্ধে হীন বুদ্ধে, মান বৃদ্ধে উম্মান্বিতে॥
দুর্জ্জয় মান পরতা, বর্জ্জয় মান ধীরতা,
অর্জ্জয় প্রেম বিরতা, হে অসাধ্যে দুঃখান্বিতে॥ (৭৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

হে মম জীবিতেশ্বরি, হে প্রাণানন্দ কারিণি।
অয়ি হৃদয় বাসিনি, সমুহ দুঃখ বারিণি॥
নয়নে অশ্রু বাহিতে, মিলনে সুখ রহিতে,
প্রেমার্থি আশ দহিতে, বহ্নি প্রকৃতি ধারিণি॥ (৭৯)

রাগিণী ঝিঁঝুটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি শোভনে কোপনে, নয়নে অশ্রু বাহিতে।
তাপিনে শুভাননে, ধরা বাসিনে মোহিতে॥
অয়ি ললিতে সাধনে, বাক্যে জ্বলিতে ক্রোধনে,
প্রেম পালিতে নিধনে, মননে দৃঢ় অহিতে॥ (৮০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

হে পূর্ণেন্দুনিভাননে, হে অশ্রুপূর্ণ লোচনে।
দরদরিত ক্ষরিত, মোহবারি বিমোচনে॥
দীনাভাবে হে ক্ষোভিতে, ক্ষীণা স্বভাবে শোভিতে,
মলিনা অভাবে ভীতে, অয়ি মানস রোচনে॥ (৮১)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি শোভনে কৃশাঙ্গি, এতাদৃশ ভঙ্গি ক্রোধে।
মাদৃশ অধীন জনে, মৃষাভাব হে অবোধে॥
প্রণয় ভূষিত পক্ষে, অয়ি করুণা উপেক্ষে,
হে বিষদে প্রেম পক্ষে, অহো আশ্রিত বিরোধে॥ (৮২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অয়ি প্রেমদে সুখদে, অধীনে বিষাদ কিম্বা।
অয়ি প্রেমার্থি সম্পদে, আহ্লাদে প্রমাদ কিম্বা॥
অয়ি মানস রঞ্জনি, প্রেমিক দুঃখ ভঞ্জনি,
ক্রোধনে বৃথা গঞ্জনি, স্নেহে বিসম্বাদ কিম্বা॥ (৮৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অয়ি কোমল আকৃতে, অয়ি কঠিন হৃদয়ে।
গরল-সম প্রকৃতে, অধীন জন নির্দ্দয়ে॥
সুধা-সম বাক্য মিষ্ট, কারণ মহা গরিষ্ট,
লভতে সর্ব্ব অনিষ্ট, বিকৃত-ভাব সদয়ে॥ (৮৪)

রাগিণী ঝিঁঝুটী লুম্। তাল জলদ্‌তেতালা।

অয়ি চারু হাস্যাননে, কিং ক্ষোভে অহো ক্ষোভিতে।
মোহিতে মহীতে স্থিতে, ছিন্ন বেশে অশোভিতে॥
নির্দ্দোষে দোষ অর্পিতে, হে মানময়ি দর্পিতে,
বিরাগ ভাব তর্পিতে, হে স্বানুরাগ লোভিতে॥ (৮৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

হে চক্ষুস্তারক সমানে, হে বারিপূর্ণ-লোচনে।
ক্রোধভরে সুবদনে, প্রয়োগ কটু বচনে॥
অয়ি মানস রোচনে, হে আরোপিত বচনে,
অহো স্বল্প বিবেচনে, অয়ি ক্লেশ বিমোচনে॥ (৮৬)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

হে প্রণয়ি আহ্লাদিনি, অয়ি প্রিয়ে মনমোহিনি।
উন্মাতুরে হে অধীরে, প্রখর বাক্যে দাহিনি॥
মনন দ্বন্দ্ব অর্জ্জনে, নয়ন-সান্দ্র বর্জ্জনে,
বচন মন্দ তর্জ্জনে, হে নিরানন্দ ত্রাহিনি॥ (৮৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অয়ি ললনে বিমনে, অনুন্মীলন-নয়নে।
তাপিনে ম্লান-বদনে, ক্রোধনে ধরাশয়নে॥
অসত্যে সত্য বোধনে, প্রেমিক সুখ রোধিনে,
ভাবি প্রেম বিরোধিনে, মনসি ক্লেশ চয়নে॥ (৮৮)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

কুরু করুণা অধীনে, অয়ি প্রণয় স্বাধীনে।
সুচারু প্রেম সাধনে, অয়ি ভীরু বিরোধিনে॥
হে সম-তুল্যে দামিনি, অয়ি সারল্যে কামিনি,
অয়ি বিশল্যে ভামিনি, মানময়ি নির্ব্বোধিনে॥ (৮৯)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

অয়ি প্রেমদে আহ্লাদে, প্রেমিক মন রঞ্জনে।
বিষাদে প্রেমদে লক্ষে, বিসম্বাদে হে গঞ্জনে॥
ত্বমসি প্রেম বাঞ্ছিতে, প্রেয়সি কুরু লাঞ্ছিতে,
ভুয়সী ক্লেশ উঞ্ছিতে, প্রয়াসি সুখ ভঞ্জনে॥ (৯০)

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

হে মম নয়ন জ্যোতিঃ, হে মনানন্দ-কারিণি।
হে মানস উল্লাসিনি, হে সর্ব্ব দুঃখ হারিণি॥
হে নিরানন্দ নাশিনি, হে সুমধুর ভাষিণি,
হে প্রণয় প্রয়াসিনি, অয়ি হৃদয় চারিণি॥ (৯১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অয়ি চন্দ্র-নিভাননে, বিরহ তমো নাশিনি।
ক্রোধরূপ মেঘাচ্ছন্নে, কিরণ অপ্রকাশিনি॥
কুমুদ-সম হৃদয়ে, প্রেমদ শশী সদয়ে,
দুঃখদ তদনুদয়ে, সুখদ প্রিয়ভাষিণি॥ (৯২)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

অয়ি ইচ্ছানুগামিনে, হে ক্রোধানুবশীভুতে।
অয়ি কৃপালু কৃপনে, প্রেমানুপদ্ধতিভুতে॥
স্বাত্মবশানুলোভিতে, আত্মবশানুলভিতে,
মাহাত্ম্য অনুক্ষোভিতে, আশানু অবশীভুতে॥ (৯৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম-বন্ধন মোচনে, আত্ম প্রয়াসানুসারে।
প্রেমিক ক্লেশ দায়িনে, হে স্বাত্ম ক্রিয়ানুসারে॥
পর প্রেম ভাবাপন্নে, মননে রক্ষ প্রচ্ছন্নে,
দ্বিভাব কৃত উৎপন্নে, অয়ি পরাত্মানুসারে॥ (৯৪)

রাগিণী লুম্ খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

প্রণয় প্রয়াসী জনে, উচিত প্রেম রক্ষণে।
শ্রেয়ঃ বিনাশিত মনে, তাপিত ভাব লক্ষণে॥
দ্বিভাব যথা উদয়, অভাব তথা সদয়,
স্বভাব প্রথা নির্দ্দয়, প্রণয়সম ঈক্ষণে॥ (৯৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি পঙ্কজ-নয়নে, মাম্প্রতি দহ্য ঈক্ষণে।
কিম্বদন্তী এতাদৃশ, বিচ্ছিন্ন ভাব লক্ষণে॥
যাদৃশ প্রেম প্রয়াস, তাদৃশ ক্রম বিনাশ,
মাদৃশ ভ্রম বিলাস, সদৃশ কুতো মোক্ষণে॥ (৯৬)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

প্রাণ-তুল্য প্রিয়োত্তমে, তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট কিম্বা।
সম-জ্ঞান যস্য মনে, ভ্রষ্ট কিম্বা শ্রেষ্ঠ কিম্বা॥
প্রেয়সী আহ্লাদ কিম্বা, প্রণয়ী বিষাদ কিম্বা,
আকিঞ্চনে কষ্ট কিম্বা, আকুঞ্চন নষ্ট কিম্বা॥ (৯৭)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

অয়ি মাধুর্য্য সারল্যে, প্রণয়িনী প্রেম-কান্তা।
অয়ি অধৈর্য্যে বিশল্যে, ভামিনি ভ্রমে অশান্তা॥
কিং ক্ষোভে ক্ষোভিতা ধনি, কিং দোষে দোষ বোধিনি,
কিং শ্রুতে শ্রুতরোধিনি, কিং প্রেমে মৎ প্রেমে ভ্রান্তা॥ (৯৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি সমূহ কারুণ্যে, মাম্ প্রতি কৃপাহীনে।
হে নিগ্রহ ভাবাপন্নে, বামমতি হে মোহিনে॥
নারী মন অপবিত্র, গতি গর্হিত বিচিত্র,
কিংবা শত্রু কিংবা মিত্র, অতত্ত্ব বাক্যে দাহিনে॥ (৯৯)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রণয়ী প্রণয় পাশে, বন্ধিত মুক্তিত কুতঃ।
বিরাগে কটু প্রয়োগে, লাঞ্ছিতে ক্ষোভিত কুতঃ ॥
দ্বেষিত বিদ্বেষ কুতঃ, গঞ্জিতে তাপিত কুতঃ,
বর্জ্জিতে গমন কুতঃ, তাড়িতে আশ্রয় কুতঃ ॥ (১০০)

রাগিণী সিন্ধুবারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

অভাব লক্ষিত প্রিয়ে, বিদ্বেষে কি পরোদ্দেশে।
অরক্ষিত স্বভাব হে, আদেশে কিংবা উদ্দেশে ॥
মম প্রণয়ে ক্ষীণতা, পর প্রেমে অধীনতা,
বৃথা অস্মদ দীনতা, তব চিত্ত নিরুদ্দেশে ॥ (১০১)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

বাঞ্ছিত প্রেমে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত প্রেম ক্ষীণতা।
রঞ্জিত ক্রমে গঞ্জিত, সঞ্চিত প্রেমে দীনতা ॥
ত্বং হি প্রণয় পালিতা, ত্বং হি বিরহ দলিতা,
ত্বং হি ধৈর্য্য আকুলিতা, সঙ্কল্প ত্বং অধীনতা ॥ (১০২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

বিকশিত চন্দ্রানন, মানভরে অনুদিতা।
কুমুদ-সম মানস, অপ্রকাশিতে মুদিতা ॥
শশী গগণে বিহরে, কুমুদ মন শীহরে,
বিরহিত ক্লেশ হরে, প্রণয় যথা বিদিতা ॥ (১০৩)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি সরসিজাননে, মানিনে মুখ মলিনে।
মানস চকোর স্পৃহা, সুধাদানেন সালিনে ॥
যাদৃশী ভাবনা যস্য, সুসিদ্ধির্ভবতি তস্য,
মাম্ প্রতি বিষ দৃশ্য, স্নিগ্ধভাব অপালিনে ॥ (১০৪)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

হে ভীরু বাম-লোচনে, আননে দুঃখ লক্ষিতা।
অয়ি চারু নিতম্বিনে, কুরু প্রণয় রক্ষিতা॥
নির্দ্দোষে দোষ গ্রহীতে, নবীন প্রেম ঈহতে,
পুরাতন ন স্পৃহতে, মম বিদ্বেষ দীক্ষিতা॥ (১০৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

হে মৃগাক্ষি চন্দ্রাননি, লাবন্য-সম দামিনী।
অপ্রত্যাক্ষি প্রণয়িনি, হে তাপাপন্না কামিনি॥
পর প্রণয় স্বাধীনে, মানস সুখ বোধিনে,
বাক্যচ্ছলে বিরোধিনে, অয়ি বিষণ্নে ভামিনি॥ (১০৬)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

হে অসামান্য রূপিণি, বিষণ্নে ধরা লুণ্ঠিতে।
সামান্য-বাক্যে তাপিনি, চন্দ্রাস্য অবগুণ্ঠিতে॥
বিরাগ-ভাব ঈক্ষিতে, সোহাগ নচ রক্ষিতে,
বিভাগ প্রেম লক্ষিতে, মম আগমে কুণ্ঠিতে॥ (১০৭)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

অয়ি পর প্রণয়িনি, গোপনে মিলন কদা।
মম প্রণয় ভামিনি, মননে সাধন কদা॥
অভাব লভতে কদা, স্বভাব খর্ব্বতে কদা,
দ্বিভাব ঈপ্সিতে কদা, ভাবুকে বিরক্তি কদা॥ (১০৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অচিন্তিত ভাবাপন্নে, কামতঃ সুখ বর্জ্জিতে।
অয়ি ভ্রান্তিত কারুণ্যে, স্বকৃত দুঃখ অর্জ্জিতে॥
প্রেম আশ সঙ্কল্পিতে, দোষারোপণ কল্পিতে,
নানা বচন জল্পিতে, শোভন মুখ গর্জ্জিতে॥ (১০৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

মম অকপট স্নেহে, অয়ি প্রণয় সংশয়ে।
হৃদয় দর্শিতাভাবে, বচসা ন অসংশয়ে॥
মানসে প্রেম প্রচ্ছন্ন, মানসে প্রেম আচ্ছন্ন,
মানসে কৃত বিচ্ছিন্ন, ভিন্ন ভাবেন ধ্বংসয়ে॥ (১১০)

রাগিণী সিন্ধুবারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

বহু আয়াসে প্রয়াসে, লভতে প্রণয় ধনং।
সমভাবে চিরস্থিতি, তস্য সফল সাধনং॥
অস্নেহ উদ্ভব যস্য, প্রণয় ধ্বংসিত তস্য,
পুনঃ আরাধিতে কস্য, বারিত প্রেম নিধনং॥ (১১১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

প্রণয় পয়োধি-সম, অপার মহা বিস্তার।
মানস প্রয়াস তরি, গমনে যথা দুস্তার॥
উৎসাহ নাবিক একা, পরপারে বিভীষিকা,
মিলন পথ রোধিকা, সাহসে কুতো নিস্তার॥ (১১২)

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

হে শোভিতে প্রভাবিতে, লাবন্য সম তড়িতে।
হে ভীরু মান আবৃতে, মননে দুঃখ জড়িতে॥
হে কুসংস্কার ভ্রান্তিতে, কল্পিত বাক্যে চিন্তিতে,
রোষ বশে অশান্তিতে, সন্দিগ্ধ মন পীড়িতে॥ (১১৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি বিশাল-নয়নে, দামিনী-সম রূপিণী।
অপ্রত্যাসিত ঈক্ষিতে, লক্ষিতে মহাতাপিনী॥
মাম্ প্রতি দুঃখান্বিতে, বৃথা রুষ্ট ভাবান্বিতে,
প্রণয়ে বিরূপান্বিতে, সমাগমে হে কোপিনি॥ (১১৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

পর সখ্য লভ্যাশয়ে, মম স্নেহ অপ্রত্যয়ে।
গূঢ়তা দ্বিভাব লক্ষে, অধীনে অতি ব্যত্যয়ে॥
দ্বিভাব যথা বর্ত্ততে, ভাব তথা নিবর্ত্ততে,
প্রণয় পরিবর্ত্ততে, মিলন আশা অত্যয়ে॥ (১১৫)

রাগিণী লুমখাম্বাজ। তাল যৎ।

অয়ি সানন্দ বদনে, নিরানন্দ কিমদ্ভুতং।
প্রণয়ে প্রলয়-ভাব, স্নেহাস্নেহ কিমদ্ভূতং॥
সরল-স্বভাব যস্য, গরল লভতে তস্য,
বিমল প্রণয়ী কস্য, পরাপর কিমদ্ভূতং॥ (১১৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

দৃশ্যে কোমল স্বভাব, কার্য্যে অদ্ভুত চরিত্রং।
কামিনী মনন গতি, স্বাঁভিলাষিত বিচিত্রং॥
বাক্যে মধুর ভাষিতে, বাঞ্ছিত অপ্রকাশিতে,
আত্ম সুখে সন্তোষিতে, মন আশা অপবিত্রং॥ (১১৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

কায় মনো বাক্যে যদি, নারী মন ন লভিতং।
কিং ফলং তস্য প্রণয়ে, বিফলং প্রেম লোভিতং॥
কামিনী ললিত দৃষ্টং, পুরুষ শুভ অদৃষ্টং,
এতদভাবে নিকৃষ্টং, মন উৎসাহ ক্ষোভিতং॥ (১১৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

প্রণয়িনী সন্তোষিতে, অরণ্যে বিপন্নে কিম্বা।
প্রণয়িনী অসন্তোষে, ঐশ্বর্য্যে সাম্রাজ্যে কিম্বা,
কুপিতে তাপিত কিম্বা, মানিনে অমান কিম্বা,
গর্জ্জিতে লজ্জিত কিম্বা, দ্বিভাবে বিভাব কিম্বা॥ (১১৯)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল মৎ।

প্রেয়সী সন্তোষে স্বস্তি, অসন্তোষে গতির্নাস্তি।
প্রিয়া মিষ্ট বাক্যে স্বস্তি, রুষ্ট বাক্যে গতির্নাস্তি॥
কামিনী কামনা স্বস্তি, মান অপমান স্বস্তি,
প্রণয়ী প্রণয় স্বস্তি, অকিঞ্চন গতির্নাস্তি॥ (১২০)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওযালি।

কামিনী মানস গতি, পুরুষ বোধ অসাধ্যং।
রমণী মন প্রবৃত্তি, পুরুষ জ্ঞাত অসাধ্যং॥
দৃশ্য কোমল আকৃতি, কার্য্য কঠিন প্রকৃতি,
স্বভাব ভাব বিকৃতি, নারী পুরুষ অসাধ্যং॥ (১২১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

পুরাতন প্রেম ত্যজ্য, নব প্রেম শুভমস্তু।
যদভাবে ভাবাপন্ন, তদভাব শুভমস্তু॥
অস্মিন প্রেম দুঃখদ, যস্মিন প্রেম সুখদ,
কস্মিন প্রেম রুখদ, তব স্পৃহা শুভমস্তু॥ (১২২)

রাগিণী সিন্ধু বারেঁায়া। তাল কওয়ালি।

পদ্মাননী প্রণয়িনী, কস্য প্রণয়ে বিলিপ্তা।
দ্বিভাব নিশি আগমে, পঙ্কজ প্রফুল্ল লুপ্তা॥
যদা পূর্ব্ব অনুরাগ, তদালভতে বিরাগ,
কদা নবীন সোহাগ, লভতে মানস তৃপ্তা॥ (১২৩)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি মাধূর্য্য-রূপিণি, অধৈর্য্যা মহাতাপিনী।
স্বকার্য্য সাধনে স্পৃহা, ছল গ্রাহিনী কোপিনী॥
নবীন প্রণয় মিষ্টং নব প্রণয় গরীষ্টং,
পুরাতন অপকৃষ্টং, ইদমস্তু হে ব্যাপিনী॥ (১২৪)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল কওয়ালি।

প্রণয়ী প্রণয় পাশে, বন্ধনে বিমুক্ত কেচিৎ।
নাগ-পাশ-সম প্রেম, ভবতি উদ্ধার কেচিৎ॥
কিং বদন্তি প্রেম যেষাং, কে জানন্তি প্রেম তেষাং,
অপ্রেমিক ভাব এষাং, সুপ্রেমী লভতে কেচিৎ॥ (১২৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

মদীয় দোষ ভানেন, বাঞ্ছিতে লুব্ধা প্রেয়সী।
পরকীয় ভাবাপন্নে, বিকৃত ভাব ভূয়সী॥
পুরাতন প্রেম জীর্ণ, বিরাগে অন্তর শীর্ণ,
নবীন প্রণয় কীর্ণ, ভাবাভাব গরীয়সী॥ (১২৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মুঞ্চময়ি মান প্রিয়ে, হে মানিনী মান পূর্ণে।
কথঞ্চ উঞ্চ বচনে, ক্রোধন-স্বভাব তূর্ণে॥
প্রেম পদ্ধতি সরল, লভতে ভাব বিরল,
ক্ষুব্ধ-মানসে গরল, প্রেমিক প্রণয় চূর্ণে॥ (১২৭)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল ঐ।

প্রেমিক প্রণয় আশ, দ্বিভাবে অয়ি ধ্বংসিতে।
আন্তিক বিনয় ভাব দ্বিমনে স্নেহ অংশিতে॥
এক মন এক প্রেম, এক স্নেহ প্রেম ক্রম,
বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভ্রম, উভয় মন সংশিতে॥ (১২৮)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

অয়ি চারু চন্দ্রাননে, অকলঙ্ক অনিন্দিতে।
হে মিষ্ট ভাষিণি প্রিয়ে, অপ্রিয় বাক্যে নিন্দিতে॥
প্রেম রীত বিপরীতে, নির্দ্দোষে দোষ ধারিতে,
ভীরু-স্বভাব ত্বরিতে, হে প্রণয় আনন্দিতে॥ (১২৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

বিফল যামিনী গত, কামিনী কঠোর মানে।
সফল ভাবুক আশা, দুর্ঘট এ অভিমানে॥
মানস অভিলষিত, কুরু প্রিয়ে প্রকাশিত,
নির্দ্দোষে কটু ভাষিত, বাসনা হে অপমানে॥ (১৩০)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল ঐ।

ত্বং হি মন আহ্লাদিনী, ত্বং হি হৃদয় বাসিনী।
ত্বং হি মানস চারিণী, ত্বং হি প্রেম বিলাসিনী॥
ত্বং হি প্রণয় প্রযত্ন, ত্বং হি মম মহারত্ন,
ত্বং হি মম প্রেম প্রত্ন, ত্বং হি স্নেহ প্রকাশিনী॥ (১৩১)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ঐ।

অয়ি দ্বিভাব-লোভিতে, অধীন প্রেম অনাস্থা।
যদ্ভাব লভিত হেতু, অকিঞ্চন দুরবস্থা॥
কামিনী আখ্যা চঞ্চলা, কার্য্যে সমূহ চঞ্চলা,
প্রকৃতি যথা চঞ্চলা, প্রণয় ন চ চিরস্থা॥ (১৩২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

হে প্রিয়ে সাভিলষিতে, অকিঞ্চন দুরদৃষ্টং।
ন দোষ তব প্রেয়সি, অধীন মন্দ অদৃষ্টং॥
নব প্রণয় অভীষ্টং, নবীন বচন মিষ্টং
নব প্রণয়ী গরীষ্টং, অধুনা প্রেম নিকৃষ্টং॥ (১৩৩)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

হে মানস অভিলাষ, বিনাশে কৃত প্রতিজ্ঞ।
প্রয়াস আভাষে প্রিয়ে, প্রকাশ বিলাস যজ্ঞ॥
বাক্যে সদা বাক্যান্তর, ভাবে সদা ভাবান্তর,
মনে তথা মনান্তর, মতান্তরে নহি অজ্ঞ॥ (১৩৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

রমণী কার্য্য গরীয়, দৃশ্যে অতিরমণীয়া।
মানস মহাকঠিন, বাক্যে মহাকমনীয়া॥
আকৃতি মহাসরলা, প্রকৃতি মহাপ্রবলা,
প্রবৃত্তি মহাসবলা, পুরুষ অদমনীয়া॥ (১৩৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অয়ি উজ্জ্বল বদনং, অকলঙ্ক সুধাকরং।
ভাবুক মানস আশং, লোভিত সম চকোরং॥
গগণে চন্দ্র উদিতং, দর্শনে মন মোদিতং,
চকোর মন মুদিতং, অদৃশ্যে যঃ ক্লেশকরং॥ (১৩৬)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

সচ্ছল সম দর্পণং, জ্যোতিঃ সম সুধাকরং।
দামিনী সম চঞ্চলং, তেজঃ সম প্রভাকরং॥
অনল সমান দহ্যং, বাসনা মহতি গুহ্যং,
নিগূঢ় প্রকৃতি সহ্যং সুখ কিম্বা দুঃখকরং॥ (১৩৭)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেয়সী প্রণয় আশী, অভিলাষী ভবেৎ কস্য।
রমণী প্রেম লভতে, সফল জীবন তস্য॥
ভাবিনী যঃ স্নেহাস্পদ, পুরুষ মহাসম্পদ,
রমণীনাং বিসংবদ, বিপদে পতিত যস্য॥ (১৩৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

হে প্রিয়ে কুরু করুণা, অয়ি সরল হৃদয়ে।
ঐকান্তিক বাঞ্ছনীয়, প্রেয়সী তব সদয়ে॥
যদ মধুর বচনে, তাপিত মন রোচনে,
তদ কঠোর বচনে, লক্ষিত যদা নিদয়ে॥ (১৩৯)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

গুহ্য মানস আশয়ে, উক্ত বাক্যে বিরোধিনী।
সহ্য ন চ মম বাক্য, প্রণয় যঃ পরাধিনী॥
দ্বিভাব যদা মানসে, সদ্ভাব তদা বিনাশে,
কুভাব সদা প্রকাশে. প্রেম প্রয়াস রোধিনী॥ (১৪০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

যো মিলন সুখকরং, সবিচ্ছেদ দুঃখকরং।
প্রেম মহাবলকরং, যঃ শেষ অরক্ষকরং॥
আদৌ প্রেম হর্ষকরং, পশ্চাৎ বিমর্ষকরং,
মনান্তরে ধর্ষকরং, প্রণয় প্রলয়করং॥ (১৪১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি মনবিলাসিনি, হে প্রেয়সি প্রিয়োত্তমে।
অয়ি মানস উদ্ভবে, অয়ি প্রণয়সম্ভমে॥
অধীন মন তৃপ্তিতে, মম হৃদয় লিপ্তিতে,
প্রেম প্রয়াস লুপ্তিতে, প্রিয় বাসনা উত্তমে॥ (১৪২)

রাগিণী সিন্ধু মুল্‌তানি। তাল কওয়ালি।

রমণী দৃশ্যে দুর্ব্বলা, প্রকৃতি মহাসবলা।
ভাষিতে অতিসরলা, মানস গতি চঞ্চলা॥
বাহ্যে যথা উজ্জ্বল, অন্তর তথা কজ্জল,
লাবণ্য মাত্র সচ্ছল, প্রয়াস ন চ নির্ম্মলা॥ (১৪৩)

রাগিণী সিন্ধু কাফি। তাল ধিমাতেতালা।

যামিনী বিগত প্রায়, কামিনী মান মোহিতে।
ভামিনী প্রত্যক্ষীভূত, শায়িনী যথা মহীতে॥
অয়ি কোমল নায়িকে, মাম্ প্রতি অমায়িকে,
সম্প্রতি দুঃখ দায়িকে, ক্রোধ অনলে দহিতে॥ (১৪৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি হৃদয়-বাসিনি, আক্রোশে ধরা বাসিনী।
হে প্রণয় উপাসিনী, দ্বিভাবে প্রেম নাশিনী॥
অয়ি খঞ্জন-নয়নি, কিম্ভূত ধরা শায়িনী,
ভাবুক দুঃখ দায়িনী, হে ক্রোধনে অভাষিণী॥ (১৪৫)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

কুরু করুণা প্রেয়সী, মুঞ্চ মান হে মানিনি।
অকিঞ্চনে অসন্তোষী, ক্রোধিতা ধরা শায়িনী॥
অধীন সাধনা সর্ব্ব, সাধনে কদাচ খর্ব্ব,
তত্রাচ মানস গর্ব্ব, মানভরেণ বর্দ্ধিনী॥ (১৪৬)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল মধ্যমান।

ভাবান্তরে মনান্তর, অন্তর যথা অন্তর।
প্রকারান্তরে প্রেয়সী, কথান্তর নিরন্তর॥
প্রথম প্রেম মিলনে, সহে কর্কশ বচনে,
স্নেহ খর্ব্বতা কারণে, স্বল্প বাক্যে স্বতন্তর॥ (১৪৭)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

যার জন্য এত দুর্দ্দশা, তবু আশা মিটে না।
কুল ত্যজি যার আশে, তার দেখা ঘটে না॥
সে যে দুঃখ দেয় এত, প্রণয়ে নাহি বিরত,
তার প্রেম মনোগত, ক্লেশে অন্তর চটে না॥ (১৪৮)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

প্রণয় প্রয়াস মূঢ়, গূঢ় আশা কুসংস্কার।
বিমুগ্ধ প্রেম দুরূহ, দৃঢ়তা প্রেম বিকার॥
মিলন প্রণয় সুখ, বিচ্ছেদ প্রণয় দুঃখ,
অন্তরান্তরে বিমুখ, যাহে নাহি প্রতিকার॥ (১৪৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

তামস সুখ প্রয়াসে, মানস প্রেম নাশিত।
অবশ দুঃখ বিকাশে, অযশ ক্রম রাশিত॥
রুদ্ধ প্রণয় অগ্রতা, বিরুদ্ধ ভাব ব্যগ্রতা,
শুদ্ধ আশয় উগ্রতা, কু আশ ন চ শাসিত॥ (১৫০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অয়ি দয়িতে মানিনি, অয়ি শায়িতে ধরণী।
আপ্যায়িতে বরাননী, দীয়তে দুঃখ স্মরণী॥
ক্রোধিতে দোষ আয়াসে, সাধিতে রোশ প্রয়াসে,
বিরোধিতে অনায়াসে, অসন্তোষ সংহরণী॥ (১৫১)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানী। তাল ধিমাতেতালা।

হে মানিনি মান ভরে, বৃথা যামিনী জাগিয়া।
তাপিনী সম সাপিনী, হে বিরোধিনি রাগিয়া॥
অয়ি দাম্ভিকে ক্রোধিনি, মদভরে বিরোধিনি,
অধীন প্রণয়াধীনী, কামত প্রেম ত্যাগিয়া॥ (১৫২)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি প্রণয় আকর, দুঃখকর কিমদ্ভুতং।
আশয় বিলয়কর, প্রণয় হে কিমদ্ভুতং॥
প্রণয় যথা অংশিতা, প্রয়াস আশ ধ্বংসিতা,
স্বভাব ভাব সংশিতা, গুপ্ত প্রেম কিমদ্ভুতং॥ (১৫৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

পর প্রণয় লুব্ধিতে, বর্জ্জিত পূর্ব্ব প্রণয়।
অধীন মন ক্ষুব্ধিতে, গর্জ্জিত বাক্যে প্রলয়॥
নব প্রেম জন্য তৃষা, মাম্ প্রতি প্রণয় কৃশা,
সম্প্রতি হে এতাদৃশা, আশয় শ্রেয় বিলয়॥ (১৫৪)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

অহো মদভরে ক্রুদ্ধে, ভ্রূকুটি অস্নেহ যুক্তা।
মনন মম বিরুদ্ধে, প্রণয় পাশ বিমুক্তা॥
হে বিস্মৃতে অঙ্গীকৃতা, নিকৃষ্ট প্রণয়ে বৃতা,
নবীন ভাবে আবৃতা, জঘন্য জনেন ভুক্তা॥ (১৫৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মাম্প্রতি সম্প্রতি রুষ্টা, তুষ্টা নিকৃষ্ট প্রণয়ে।
প্রকৃতি বিকৃতি দৃষ্টা, সন্তুষ্টা ন চ বিনয়ে॥
মম প্রণয় মুদিত, পর প্রণয় উদিত,
স্বভাবে যথা বিদিত, প্রেমিক প্রেম হৃদয়ে॥ (১৫৬)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানী। তাল কওয়ালি।

স্নেহ আগ্রহ যত্নেন, প্রণয়োবর্দ্ধিতো ভবেৎ।
সম জ্ঞান সম-ধ্যান, ব্যতীত স্থায়িত্ব নচেৎ॥
অভিন্ন বোধ উভয়ে, অভাবে দুঃখ লভয়ে,
প্রণয়ী প্রেম শোভয়ে, সম-জ্ঞানে সুখং লভেৎ॥ (১৫৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অহো কোমল প্রকৃতে, নিষ্ঠুর বাক্যে দহিতে।
অয়ি বিমল সুকৃতে, আশ্রিতে কৃপা নহিতে॥
যৎ প্রেম লালায়িত, মিষ্ট-বাক্যে আপ্যায়িত,
আগ্রহে মন ধায়িত, মিলনে তব সহিতে॥ (১৫৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অহো অদ্ভুত চরিত্রে, নব প্রণয় দীক্ষিতে।
মধুর সম্ভূত-চিত্তে, অভাব ময়ি লক্ষিতে॥
হে কঠোর-চিত্ত চিত্র, পরিবর্ত্ত কিং বিচিত্র,
চঞ্চলা নারী চরিত্র, একতা ন চ রক্ষিতে॥ (১৫৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল বিমাতেতালা।

অহো প্রণয়ে প্রলয়ে, কিং দোষে দোষিতে ময়ি।
অহো বিনয়ে বিলয়ে, তোষিতে রোষিতে ত্বয়ি॥
যস্মিন্ ভাবে লুব্ধিতে, তস্মিন্ ভাবে ক্ষুব্ধিতে,
অস্মিন্ সুখ লব্ধিতে, দুঃখাব্ধি পাতিতে অয়ি॥ (১৬০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অয়ি প্রণয় ধ্বংসিতে, প্রণয় অংশিতে কৃতা।
বিনয় প্রেম সংশিতে, হে অপ্রসংশিতে বৃতা॥
হে অসরল হৃদয়ে, হে আততায়ি সদয়ে,
প্রয়াসী জন নির্দ্দয়ে, ভ্রম বিদ্বেষে আবৃতা॥ (১৬১)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানী। তাল কওয়ালি।

নারী দৃশ্যে মনোহরং, কার্য্যে হৃদয় কঠোরং।
স্তুতি-বাক্যে ন সদয়ং, মানস প্রবৃত্তি ঠৈারং॥
লাবণ্যা শ্রী কমনীয়ং, প্রয়াস ন দমনীয়ং,
প্রত্যাশা মহা গরীয়ং, ঈপ্সিতে ন চ বিঠৈারং॥ (১৬২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

মুঞ্চ ময়ি মান প্রিয়ে, হে মানভরে ক্রোধিতে।
স্নেহ ভাব অভাবেন, সুখ মিলন রোধিতে॥
অশ্রেয়ঃ মম বিনয়, শ্রেয়ঃ নবীন প্রণয়,
দ্বিভাবে মন ক্ষীণয়, প্রত্যুপকার শোধিতে॥ (১৬৩)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল বিমাতেতালা।

হে অসামান্য লাবণ্যে, চিক্কন সম তড়িত।
মনঃ ক্ষুণ্ণে হে বিপন্নে, জঘন্য ভাবে পীড়িত॥
অস্থায়ী প্রেমে লিপ্তিতে, মানস আশে ক্ষিপ্তিতে,
আগ্রহ নব প্রাপ্তিতে, পর প্রণয়ে জড়িত॥ (১৬৪)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

মানভরে অপমান, প্রেমিকে বৃথা নিগ্রহ।
বিমনাভাবে কামনা, লক্ষিত যথা আগ্রহ॥
অধীন বাক্যে ক্রোধিতে, বাক্যচ্ছলে বিরোধিতে,
মানস আশ সাধিতে, চক্রান্তে মম কুগ্রহ॥ (১৬৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

দুর্জ্জয় মান বশেন, প্রণয় সুখ রোধিনী।
অর্জ্জয় প্রেম পরেণ, বিনয় দুঃখ বোধিনী॥
কপট প্রেম বাঞ্ছিতে, প্রকট প্রেম লাঞ্ছিতে,
বিকট প্রেম উঞ্ছিতে, হে মাম্প্রতি বিরোধিনি॥ (১৬৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

পর প্রণয় প্রয়াসে, প্রেম ব্যত্যয় ধ্বংসিত।
বিনয় প্ররোচনায়, মর্ম প্রত্যয় সংশিত॥
ঐকান্তিক প্রেম যদা, আততায়ী স্নেহ কদা,
ভাবাভাব তস্য তদা, অপাত্রে প্রেম অংশিত॥ (১৬৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অয়ি রুদ্যমানা প্রিয়ে, হে বারিপূর্ণ-লোচনে।
হে খিদ্যমানা ভাবিনি, ক্রোধিতা তূর্ণ বচনে॥
দুর্জ্জয় মানে ক্লেশিতা, নিগূঢ় ভাবে শ্লেশিতা,
ক্রোধ-সাগরে প্লাবিতা, অয়ি স্পৃহা অমোচনে॥ (১৬৮)

রাগিণী সিন্ধুকাফি তাল। ধিমাতেতালা।

গুহ্য প্রণয় প্রয়াসে, বিরুদ্ধ মানস-গতি।
দুহ্য নির্দ্দয় আভাসে, বিশুদ্ধ তামস মতি॥
অদ্ভুত মন বাসনা, কিম্ভূত কঃ উপাসনা,
সম্ভূত রুষ্ট ভাষণা, অধীন বিনয় নতি॥ (১৬৯)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল কওয়ালি।

অয়ি ধরা নিরীক্ষিতে, বিমর্ষ বিধু বদনং।
অয়ি অধীরা লক্ষিতে, সহর্ষ হৃদি বেদনং॥
পর প্রণয় বিকাশে, অস্নেহ যথা প্রকাশে,
তাচ্ছিল্য মম সকাশে, কামত কৃত রোদনং॥ (১৭০)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেয়সী কু অভিলাষী, মানস প্রয়াস হীন।
রুষ্ট ভাষী অসন্তোষী, আভাষ আয়াস দীন॥
যদ্ প্রেমে লালায়িতা, তদ্ প্রেমে আপ্যায়িতা,
মদ শ্রমে বিনয়িতা, দ্বিভাবে অন্তর ক্ষীণ॥ (১৭১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

হে দ্বিধা কৃতে প্রণয়, বিনয় তথা বিলয়।
নবীন প্রেম উদয়, হৃদয় সদয় লয়॥
নারী মন অভিলাষ, নিগূঢ় নব বিলাস,
অধীন প্রেম উল্লাস, বিকৃতে যথা প্রলয়॥ (১৭২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেয়সী বিশুদ্ধ মনং, প্রণয়ী দুঃখ নাশনং।
ভূয়সী বিরুদ্ধ ভাবং, বিনয়ী কুত ভাষণং॥
নারী প্রবৃত্তি ঘৃণিত, মানস স্পৃহা ঘূর্ণিত,
প্রকৃতি ন চ বর্ণিত, সাধ্যাতীত প্রকাশনং॥ (১৭৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নবীন প্রণয়ী জনা, মম প্রণয়ে ক্লান্তিতে।
পুরাতন কুতো গণ্য, জঘন্য-ভাবে ভ্রান্তিতে॥
দ্বিভাব যথা হৃদয়ে, স্নেহ পরিবর্ত্ত প্রিয়ে,
কিং ফলং মম বিনয়ে, আগ্রহে ন চ শান্তিতে॥ (১৭৪)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

উজ্জ্বল-বদনে প্রিয়ে, কজ্জল যথা বাহিত।
অঞ্চল প্লাবিত অয়ি, স্বচ্ছন্দ ভাব রহিত॥
বিষণ্ণ বিধু-বদন, মোহিত ভাবে রোদন,
নিগূঢ় মন বেদন, বিরহে হৃদি দহিত॥ (১৭৫)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

চন্দ্র-বদন বিমর্ষ, ভাবে লক্ষিত বিরহ।
ছিন্নবাস দীর্ঘশ্বাস, প্রবাহিত অহরহ॥
যস্য প্রণয়ে জড়িত, তস্য বিরহে পীড়িত,
ঘন ব্যতীত তড়িত, বোধিত যথা দুরূহ॥ (১৭৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

মম প্রণয় বিরুদ্ধে, আরাধ্যো অন্য জনেন।
রমণী বাসনা ধন্য, ধঁন্য রমণী গণেন॥
পদ্ম পত্র বারি-সম, টলিত ন উপসম,
রমণী বাঞ্ছা বিষম, পরিবর্ত্ততে ক্ষণেন॥ (১৭৭)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

মাম্প্রতি অয়ি তাচ্ছিল্যো, কেষাম্প্রতি তবাগ্রহ।
অজানতে হে সাকল্যো, ভাবুকে বৃথা নিগ্রহ॥
চঞ্চল অবিবেচিতে, হে প্রয়াস অনুচিতে,
জঘন্য প্রেম রোচিতে, ত্বয়ি মদীয় কুগ্রহ॥ (১৭৮)

রাগিণী সিন্ধু কাফি। তাল ধিমাতেতালা।

নারী অদ্ভুত প্রকৃতি, সুকৃতি বিকৃতি-সমা।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরেষা, দুর্ব্বৃত্তি ন চ উপমা॥
ক্ষণে স্নেহ ক্ষণে দ্বেষ, নারী মানস উদ্দেশ,
স্বভাব ভাব নির্দ্দেশ, কৃত ঘৃণা কৃত ক্ষমা॥ (১৭৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

মম প্রণয়ে অলস, সরস প্রেম প্রাপ্তিতে।
নব সহবাসে তুষ্টা, মমাগমে হে ক্ষিপ্তিতে॥
নব প্রণয় প্রমদ, যদ্দৃষ্টে তব আমদ,
অধীনে ভাব বিমদ, প্রসন্ন মন লুপ্তিতে॥ (১৮০)

রাগিণী সিন্ধু কাফি। তাল ধিমাতেতালা।

ভাবিনী ভাব চঞ্চলা, ভাবুকে ন ভাবান্তর।
রমণী ন চ সরলা, ক্ষণ এক মনান্তর॥
মানস ন চ পবিত্র, স্পৃহা আশয় বিচিত্র,
মুহূর্ত্তে ভিন্ন চরিত্র, ভুর্ণিতে প্রকারান্তর॥ (১৮১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

হে প্রচ্ছন্ন ভাবাপন্নে. জঘন্য প্রণয়ে রতা।
বিষণ্ণ বদন জন্য, মনন স্পৃহা পরতা॥
যদ প্রেমে অন্য মনা, তদ অভাবে ক্ষুণ্নমনা,
নব প্রণয়ী কামনা, বিরহে হে অধীরতা॥ (১৮২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

মানসিক পর ভাবে, সাম্প্রতি ক্রোধ ব্যাপিনী।
নিগূঢ় দ্বিভাব জন্য, তুচ্ছ বচনে তাপিনী॥
অন্তরে প্রেম পরতা, ভিন্ন প্রণয় ধীরতা,
ছিন্ন স্নেহ মধুরতা, বরং বিনয়ে কোপিনী॥ (১৮৩)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল ধিমাতেতালা।

মান ভরে কোপিতেন, অহো প্রিয়ে অকারণং।
মদ্বেষী জন বচনে, দ্বেষ ভাব বিধারণং॥
অয়ি মানিনি নায়িকে, নির্দ্দোষে দোষ দায়িকে,
নারী ন চ অমায়িকে, স্বভাব ন নিবারণং॥ (১৮৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেয়সী মন বাসনা, অসন্তোষে অপ্রকাশ।
কুতোপি মুদিত মন, কুতোপি মন বিকাশ॥
কস্যাপি স্নেহ আগ্রহ, কস্যাপি ভাব নিগ্রহ,
রমণী মন বিগ্রহ, দূরে অথবা সকাশ॥ (১৮৫)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ঐ।

মান ভরে অপমান, অয়ি প্রণয় দলিতে।
বিরাগ ভাব উদয়ে, লুপ্তিত দৃশ্য ললিতে॥
প্রেয়সী মনন গতি, প্রণয়ী প্রেম দুর্গতি,
মান লক্ষণ কুগতি, প্রণয় ন চ পালিতে॥ (১৮৬)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

অয়ি কৃত সঙ্কল্পিত, মম প্রণয় ধ্বংসিতে।
স্থায়িত্বে সংশয় প্রিয়ে, যথা প্রণয় অংশিতে॥
আভাষে প্রকাশে মন, অভিলাষে পরজন,
মম আয়াস সাধন, ভাবান্তরে হে সংশিতে॥ (১৮৭)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

প্রেয়সী প্রণয় খর্ব্ব, আস্পর্দ্ধা যথা নাশিত।
দ্বিভাবে বিনয় গর্ব্ব, ভাবুক মন ত্রাসিত॥
নারী মন একাগ্রতা, প্রণয়ী জন্য ব্যগ্রতা,
অন্যথা ভাব উগ্রতা, কৈতবে কটু ভাষিত॥ (১৮৮)

রাগিণী মুল্‌তানি বারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

অয়ি বিশুদ্ধ স্বভাবে, স্নেহাভাবেন বিমুখে।
হে বিরুদ্ধ অনুভাবে, অমূল তাপেন দুঃখে॥
হে ভীরু অবিবেচিতে, নির্দ্দোষে দোষ রচিতে,
প্রণয় ভাব মোচিতে, বর্জ্জিত অর্জ্জিত সুখে॥ (১৮৯)

রাগিণী মুলতানি। তাল কওয়ালি।

সস্নেহ প্রণয় স্থলে, অস্নেহ প্রণয়োদয়।
অভিলষিত মনসি, নব প্রেম অভ্যুদয়॥
প্রণয়ী জন গর্ব্বিতা, প্রণয়াভাবে খর্ব্বিতা,
নারী ভাব অপূর্ব্বতা, অনাস্থা জনে সদয়॥ (১৯০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

মান ভরে উন্মান্বিতা, প্রেয়সী অধোবদন।
মুহুর্মুহু খেদান্বিতা, অহোরহঃ হে রোদন॥
হে ভাবুক সানুকুলে, মান ভরে প্রতিকূলে,
বিদ্বেষ ভাব আকুলে, পর প্রণয়ে মোদন॥ (১৯১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি সন্দিগ্ধ হৃদয়ে, বাঞ্ছাকৃত বিদ্বেষিতে।
ঈপ্সিতে চ এতাদৃশা, কিম্বা পর নিদেশিতে॥
নারী ঈর্ষা ভাব যথা, পর অভিলাষ তথা,
মানবগণ কা কথা, দেবগণ অভাষিতে॥ (১৯২)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

নয়ন ভ্রূকুটী প্রিয়ে, দ্বেষিত ভাবে ঈক্ষণ।
মম বাক্যে ক্রোধ ভাব, কুভাবাভাব লক্ষণ॥
অধীন প্রিয় বচন, ন চ দ্বিভাবে রোচন,
অন্তরে পর শোচন, দ্বিপ্রেম কুতো রক্ষণ॥ (১৯৩)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানী। তাল কওয়ালি।

পর প্রেম সুধাপানে, হে প্রেয়সী পিপাসিত।
দ্বিভাবে অংশিত যথা, তথা ন অভিলষিত॥
এক চিত্ত যথা নাস্তি, তৎপ্রণয়ে কুতোস্বস্তি,
এতাদৃশ প্রেম শাস্তি, ন তৃপ্ত ন উল্লাসিত। (১৯৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

অবোধনে হে দাম্ভিকে, কিঞ্চিত কুরু করুণা।
ক্রোধনে উপালম্ভিকে, ভামিনীসম দারুণা॥
আয়াসে রোষ আবেসে, কল্পিত প্রয়াস দোষে,
বিদ্বেষে বহুল রোষে, হে সাম্প্রতি নিদারুণা॥ (১৯৫)

রাগিণী সিন্ধুমুলতানি। তাল কওয়ালি।

প্রণয়িণী অপ্রণয়ে, প্রণয় উৎসাহ ভঙ্গ।
বিনয়ে ক্রোধ হৃদয়ে, সদয়ে নির্দ্দয়ে সঙ্গ॥
ভাবুকে প্রেম ব্যত্যয়, পর বচনে প্রত্যয়,
হৃদয়ে স্নেহ অত্যয়, আহুত বিচ্ছেদ অঙ্গ॥ (১৯৬)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

মোহ বারি কৃত শিক্তা, খুন্ন মনা অভাষিত।
দুঃখার্ণবে অয়ি প্রিয়ে, কিং ক্ষোভে সদা ভাষিত॥
নয়নে দর দরিত, বিষাদ বারি ক্ষরিত,
অবিরত অবারিত, সক্রোধিত প্রকাশিত॥ (১৯৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রথম প্রণয় প্রিয়ে, কুরু স্মরণ কিঞ্চিত।
গত ন শোচামি অয়ি, যদি চ প্রেম সঞ্চিত॥
তব স্মরণ আশ্বাসে, নির্ভর বাক্যে বিশ্বাসে,
অবশেষ অবিশ্বাসে, শঠতা ভাবে বঞ্চিত॥ (১৯৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

সাম্প্রতি দুঃখ দায়িনী, পর প্রণয় তোষিণী।
প্রেমিকে কর্কশ বাণী, অপ্রেমিকে সুভাষিণী॥
স্নেহ উদ্ভব অদ্ভুত, অসম্ভাবিত সম্ভূত,
কিম্ভূতে প্রেম কিম্ভুত, ক্ব তোষা কৃত রোষিণী॥ (১৯৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতাল।

মম বাক্যে উষ্মান্বিত, বিনয়ে প্রলয় ভাব।
মানসে পর প্রণয়, পরিবর্ত্তয় স্বভাব॥
বাহ্যান্তরে রোষান্বিতা, বচনে অকৃপান্বিতা,
অস্নেহ লক্ষণান্বিতা, দ্বিভাবে প্রেম অভাব॥ (২০০)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানি। তাল কওয়ালি।

লোচনে জীবন প্রিয়ে, রোদন ভাব লক্ষিত।
বদনে কোপন ভাব, শোচন মন সাক্ষিত॥
শোক দুঃখে ন তাপিতে, অথবা মানে কোপিতে,
কিম্বা প্রণয় লোপিতে, ছলনা ভাব দীক্ষিত॥ (২০১)

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া। তাল কওয়ালি।

অবলা সরলা যথা, স্বভাবত অমায়িকে।
ভাবুক ভাব গৃহীতা, প্রণয়ী সুখ দায়িকে॥
দেহ হৃদয় কোমল, বদন সম কমল,
বচন অতি বিমল, প্রেমদা প্রেম নায়িকে॥ (২০২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

নারী চরিত্র বিচিত্র, যথা অপবিত্র মতি।
কুতো দ্বেষ কুতো স্নেহ, কুতো শ্লাঘা কুতো নতি॥
নারী অদ্ভুত বাসনা, অসম্ভব উপাসনা,
কিম্ভূত জনে আসনা, নীর নারী অধোগতি॥ (২০৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

অব গুণ্ঠিত কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত ধরা,
সুখ বর্জ্জিত গর্জ্জিত তর্জ্জিত পরা।
প্রেম রঞ্জিত গুঞ্জিত গঞ্জিত করা,
স্নেহ কিঞ্চিত বঞ্চিত সঞ্চিত হরা॥

মন বাঞ্ছিত উঞ্ছিত লাঞ্ছিত ত্বরা,
আশা অঙ্কিত লঙ্কিত ক্ষুদ্ধিত জ্বরা।
রোষে লিপ্তিত তপ্তিত ক্ষিপ্তিত বরা,
দ্বেষে মুক্তিত যুক্তিত উক্তিত খরা॥ (২০৪)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল থিমাতেতালা।

হে প্রমদে বিসম্বদে, রোষিতে অবিবেচিতে।
অয়ি সুখদে দুঃখদে, কুভাষিতে অনুচিতে॥
অধীনে মন কুঞ্চিত, প্রণয় সুখ বঞ্চিত,
সাম্প্রতি স্নেহ কিঞ্চিত, নব প্রয়াস রোচিতে॥ (২০৫)

রাগিণী লুম ঝিঝুটী। তাল ঠেকা।

সদয় হৃদয়ে, প্রণয়ে সুখ যদা।
নির্দ্দয় প্রণয়ে, বিনয়ে ধৈর্য্য কদা॥
প্রেম ভাব অভাবে সুভাব গত,
স্বভাব দ্বিভাবে কুভাবে রত,
বিলাস বিনাশে প্রয়াস তদা,
বিভাষ প্রকাশে আভাষ বদা॥ (২০৬)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

অয়ি বিমল আকৃতে, হে প্রিয়ে খল প্রকৃতে।
প্রেয়সী বাক্য সুকৃতে, স্বভাব যথা বিকৃতে॥
হে চতুরা মনোহরা, বচনে কোমল পরা,
অহো অস্থিরা কঠোরা, অভিলষিত কুকৃতে॥ (২০৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অয়ি অঙ্গীকৃত ভঙ্গে, অহো বিশ্বাস লোপিতে।
হে ছলনা প্রচোদিতে, পর প্রণয়ে তাপিতে॥

মম প্রেম অবাসনা, নব প্রেম উপাসনা,
মাম্প্রতি কটু ভাষণা, যদ্রূপেন নিরূপিতে ॥ (২০৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

কুমুদ বন্ধু বদনে, অয়ি মরাল গামিনি।
সন্দিগ্ধ অম্বুদাচ্ছন্নে, আচ্ছন্ন সম দামিনী ॥
যত্তুষ্টে মম তুষ্টতা, যদ্রুষ্টে ন চ রুষ্টতা,
যৎ কষ্টে মম কষ্টতা, তোষিনী কিম্বা ভামিনী। (২০৯)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

অয়ি যোষিতে বিস্মৃতে, প্রেম প্রত্যুপকারিতে।
অহো বিভাষিতে মিতে, হে প্রতিশ্রুত বারিতে ॥
প্রথম প্রেম পালিতে, অধুনা প্রেম দলিতে,
প্রণয় স্নেহ স্খলিতে, হে দত্ত অপহারিতে ॥ (২১০)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

প্রণয়ে দ্বিধা পূরিত, বিনয়ে কিং করিষ্যতি।
ভাবাভাব জ্ঞাতাভাবে, সুভাব তব নশ্যতি ॥
চাক্ষুষ ন চ হৃদয়, সস্নেহ কৃত উদয়,
নির্দ্দয় কোপি সদয়, পর মন ন পশ্যতি ॥ (২১১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রণয় প্রলয়কর, যত্নেন যাতনা মূল।
স্নেহ অস্নেহ দোষিত, প্রেমে বচসা তুমুল ॥
যদা কদা আক্রোশিত, যদা কদা সন্তোষিত,
কদা প্রেম উপাসিত, কদা প্রণয় নির্ম্মূল ॥ (২১২)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

প্রণয়ী স্নেহ বর্জ্জিতে, অয়ি প্রেম বিখণ্ডিতে।
প্রেম পদ্ধতি ছেদিতে, অহো ভাবুক দণ্ডিতে ॥

ক্ষুদ্র দোষে হে গর্জ্জয়ে, ভাবুক প্রেম বর্জ্জয়ে,
অয়ি কলঙ্ক অর্জ্জয়ে, নিষ্ঠুর ভাব মণ্ডিতে॥ (২১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দ্বিভাবে অভাব ভাবে, স্বভাব প্রিয় বর্জ্জিত।
অনুভাবে ছিন্ন ভাব, প্রভাব ভাব গর্জ্জিত॥
মানস বিরুদ্ধাচার, ক্রমশ যথা প্রচার,
প্রেমাশক্তে কিং বিচার, কিং ভাব দোষ অর্জ্জিত॥ (২১৪]

রাগিণী সিন্ধু মুলতানী। তাল কওয়ালি।

অহো বিদ্বেষিত মনে, বিনয়ে ন চ সদয়ে।
অধীন প্রিয়তা ত্যজি, পর প্রণয় হৃদয়ে॥
নবীন যথা আগত, পুরাতন দূর গত,
বিগত তথা স্বাগত, অধুনা ক্ব অভ্যুদয়ে॥ (২১৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রথম প্রেম সময়ে, প্রয়োগ বাক্য সরস।
প্রেম ভঙ্গ উপক্রমে, বচসা বাক্য বিরস॥
মানসে প্রেম আগত, মানসে প্রেম বিগত,
প্রেম সদা পর গত, চরম ফল নীরস॥ (২১৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেয়সী যথা সাপক্ষ, কিং ভাব কুৎসা রটিত।
প্রণয়ী সহ্য সফলং, প্রণয় প্রিয় ঘটিত॥
প্রেয়সী সুখাভিলাষ, মানসে যস্য প্রয়াস,
হৃদয়ে যথা বিলাস, তদা প্রেম প্রকটিত॥ (২১৭)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

সুখদ প্রণয়ে যথা, দুঃখদ ঘটয়ে তথা।
মিলনে উভয়ে তুষ্ট, বিরহে প্রেমিক রুষ্ট॥

স্বদেশে বাসে মোহিত, বিদেশে স্থিতে দহিত,
গমনে মনে বিলাপ, সদনে মিষ্ট আলাপ ॥ (২১৮)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানি। তাল কওয়ালি।

অয়ি পর নির্দ্দেশিতে, বিদ্বেষিতে বিমুখিতে।
অহো তব উদ্দেশিতে, অয়ি ক্লেশিতে দুঃখিতে ॥
হে পর বশতাপন্নে, ভাবুক ভাব দারুণ্যে,
নব প্রণয়ী কারুণ্যে, হে ভিন্ন ভাবে সুখিতে ॥ (২১৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মন গতি কদাচার, অভিলাষ দুরাচার।
প্রণয়াশক্ত জনে, কিং আচার কিং বিচার ॥
আশক্তি মহাকর্ষতি, সাত্ত্বিক প্রেম মর্শতি,
বিসুদ্ধ প্রেম ধর্ষতি, প্রচারতি অনাচার ॥ (২২০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

বিরহানলে দগ্ধিত, সুশীতল কুতশ্চন।
যঃ মিলন স্নেহাস্পদে, তন্মিলন কুতশ্চন ॥
জর জরিত জীবন, দর দরিত জীবন,
পীড়িত মন নয়ন, উষ্ণ স্নিগ্ধ কুতশ্চন ॥ (২২১)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

অয়ি কোপনে কামিনি, যামিনী বিগত মানে।
ভামিনী সম গর্জ্জনী বিরাগিণী অভিমানে ॥
অয়ি গোপন দ্বিভাবে, অয়ি তপন স্বভাবে,
এষ প্রেম তিরোভাবে, ভাব প্রতীত প্রমানে ॥ (২২২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

উচ্ছেদিত হে কারুণ্যে, বিপদাপন্নে পাতিতে।
বিচ্ছেদিত ভাবাপন্নে, জঘন্যে স্নেহ অতীতে ॥

মানস কুত বিকাশ, প্রয়াস প্লুত প্রকাশ,
আয়াসভূত সকাশ, উল্লাস মম ব্যতীতে॥ (২২৩)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

অয়ি নির্দ্দয় হৃদয়ে, বিনয়ে রুষ্ট ভাবিকে।
অহো সতত বিনয়ে, প্রণয়ে তুষ্ট নাশিকে॥
বঞ্চিত প্রেম আশ্রমে, সঞ্চিত ক্রম বিশ্রামে,
কথঞ্চিত ভ্রম ক্রমে, হেঁ প্রণয় প্রকাশিকে॥ (২২৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

হে পর প্রেম উন্মত্তে, অবিবেচিতে কামিনি।
হে স্মর বিমোহিত্ত চিত্তে, অস্থিরা সম দামিনী॥
মাম্প্রতি বিরুদ্ধ তম, পর প্রতি শুদ্ধ তম,
প্রণয়ে উত্তম তম, ক্ষুদ্র মানস গামিনী॥ (২২৫)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঐ।

অয়ি বিচলিত মনা, চঞ্চল মানস আশা।
স্খলিত দলিত স্নেহ; প্রণয় বিনাশ দশা॥
বাহ্য বিনয় স্বভাব, গুহ্য প্রণয় দ্বিভাব,
সুভাব বিগত ভাব, ভাবুক গত প্রত্যাশা॥ (২২৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

সখি দুঃখি অধোমুখি, বিমুখি মম প্রণয়ে।
সুখী রাখি অসুখী দেখি, কেন বিরাগ বিনয়ে॥
চঞ্চল ক্রোধিত আঁখি, ভ্রূকুটী রুষ্ট নিরখি,
ভাবুক স্নেহে অসুখী, সখা সুখিত হনয়ে॥ (২২৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

বিশুদ্ধ প্রণয়ে প্রিয়ে, অশুদ্ধ বোধে সংশিতে।
বিরুদ্ধভাব উৎপন্নে, লক্ষিত স্নেহ অংশিতে॥

মম স্নেহে দ্বিধা জন্য, স্বভাব প্রণয় অন্য,
মানস বিকার ধন্য, উৎপত্তি তথা ধ্বংসিতে ॥ (২২৮)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ঐ।

অহো অব্যবস্থায়ি চিত্ত, মম প্রণয়ে বিরাগ।
প্রেম অস্থায়ী বিচিত্র, শ্রম বিনয়ে বিরাগ ॥
মন দূরিত আশ্রিত, স্নেহ স্ফুরিত মিশ্রিত,
প্রেম সুক্রম বিশ্রিত, তথা খর্ব্বিত সোহাগ ॥ (২২৯)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানি। তাল কওয়ালি।

অয়ি! সোহাগে বিরাগ, যৎ প্রণয়ে প্রমাদিনী।
হে অনুরাগে বিরাগ, বিনয়ে কটু বাদিনী ॥
বাসনা মহা চতুরা, মানস গতি প্রখরা,
মম প্রণয়ে আতুরা, পর প্রেমে আহ্লাদিনী ॥ (২৩০)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল ঠুঙ্গরি।

রমণী কামনা, সময়ে ভীষণা।
রমণী দৃঢ়তা, নীচ উপাসনা ॥
রমণী মানস, নিগূঢ় বাসনা।
রমণী উৎসাহ, স্বকার্য্য পোষণা ॥
রমণী স্বভাব, প্রতিজ্ঞা দূষণা।
রমণী কদর্য্য, ঘৃণিত ধীষণা ॥
গরল অন্তর, মধুর রসনা।
কস্মিন সন্তুষ্টা, কুত্রোপি রোষণা ॥ (২৩১)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানি। তাল কওয়ালি।

অন্তর জর জরিত, নয়নে বারি ক্ষরিত।
আশা মহাপীড়িত বাসনা যথা দূরীত ॥

উৎসাহ ক্ষোভে জড়িত, মিলন আশা বারিত।
চঞ্চল মন ত্বরিত, প্রণয় পর হারিত॥ (২৩২)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল ধিমা।

প্রণয়ী প্রণয় ক্ষীণ, মন বিচ্ছিন্নে বিগত।
বিনয়ী আশ্রয় হীন, প্রেম প্রচ্ছন্নে স্বাগত॥
গুপ্ত প্রণয় বিলাস, তৃপ্ত মন অভিলাষ,
বিলুপ্ত পুর্ব্ব প্রয়াস, ত্যজ প্রেম অনুগত॥ (২৩৩)

রাগিণী ঝিঁঝুট। তাল ধিমা।

যামিনী কামিনী ক্রোধে, প্রণয়ি প্রেমধর্ষিতা।
মানিনী শায়িনী ধরা, দ্বেষে রোষে মর্ষিতা॥
গুহ্য প্রণয় আশয়, বৈলক্ষণ্য অতিশয়,
দ্বিভাবে অসৎ বিষয়, ভামিনী সম কর্ষিতা॥ (২৩৪)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

নিবৃত্তি অস্মদ প্রেমে, মম দর্শনে বিষাদ।
প্রবৃত্তি পর প্রণয়ে, মিলনে স্নেহ প্রসাদ॥
দুর্বৃত্ত মানস আশা, সুস্থির প্রবৃত্তি নৈষা,
ঘৃণিত কুবৃত্তিরেষা, শুভ কৃতি অবসাদ॥ (২৩৫)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমা।

অহো জলবিম্ব সম ক্ষণ প্রণয়কারিণি।
উৎপত্তি প্রণয় প্রিয়ে, অয়ি দত্তাপহারিণি॥
রমণী স্পৃহা অদ্ভুত, মন বাসনা কিম্ভুত,
বিচিত্র আশা সম্ভুত, নিত্য নব বিহারিণী॥ (২৩৬)

রাগিণী ঝিঁঝুট। তাল ধিমা।

অয়ি বিনয় অসাধ্য, মৎ প্রণয়ে রুদ্ধ মনা।
অহো বাসনা অবাধ্য, ক্রুদ্ধে অশুদ্ধ কামনা॥

যৎ প্রণয়ে হও রতা, তাঁহাতে বাড়ে মমতা,
নব স্নেহে অভিমতা, ক্বচিৎ আশা অন্যমনা ॥ (২৩৭)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানি। তাল কওয়ালি।

প্রেয়সী অপ্রিয়ভাষী, অভিলাষী পর প্রেমে।
অসন্তোষি কটুভাষি, মিষ্টভাষি নচ ভ্রমে ॥
অধীন প্রণয় আশ, স্নেহ আস্পদ প্রয়াস,
কঠিনভাবে বিনাশ, বিলাস বিফল শ্রমে ॥ (২৩৮)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমা।

আয়াস পর প্রণয়ে, বিলাস পর মিলনে।
প্রয়াস যথা হৃদয়ে, আভাষ প্রেম দলনে ॥
মম পক্ষে স্বাধীনতা, পর প্রেমে অধীনতা,
ক্রমশ স্নেহ ক্ষীণতা, হতাশ প্রেম স্খলনে ॥ (২৩৯)

রাগিণী ঝিঝুট। তাল ধিমা।

প্রাণ রহে না রহে, সেই ভাল প্রেম রহে।
প্রাণান্তে দুঃখ বিধ্বংস, জীবিতে বিরহে দহে ॥
অদর্শনে প্রিয়া মুখ, বিচ্ছেদ যাতনা দুঃখ,
প্রেয়সী মিলনে সুখ, ক্লেশ মমতা বিরহে ॥ (২৪০)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানি। তাল কওয়ালি।

হৃদয় নির্দ্দয় প্রিয়ে, পর প্রেমে উপাসিত।
প্রদয় সদয় ধ্বংস, সদত রুক্ষ ভাবিত ॥
প্রেমিক প্রেম দমনা, কামিনী দৃঢ় কামনা,
উৎপত্তি স্থিতি গমনা, নারী নচ বিশ্বাসিত ॥ (২৪১)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমা।

মম প্রণয়ে আতুরা, পর প্রণয়ে অধীরা।
পর বাক্যে তুষ্টপরা, মম বিনয়ে বধিরা ॥

নব রঙ্গ সুখকর, মম সঙ্গ সুখ হর,
কিন্তু প্রেম ভঙ্গপর, অধুনা বিলাস ধীরা ॥ (২৪২)

রাগিণী বারোঞা। তাল কওয়ালি।

স্নেহ ধ্বংসিত, অধুনা ভাবান্তর মনোন্তর।
প্রেম অংশিতা বিধান, মতান্তর স্থানান্তর ॥
প্রণয় যথা মিশ্রিত, নব প্রয়াস আশ্রিত,
পূর্ব্ব প্রণয় বিশ্রিত, নিরন্তর কথান্তর ॥ (২৪৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠেকা।

তাপিত মন শীতল আশে, সুধাকর সুধা প্রয়াসে।
দহন সহন তার প্রেয়সি অভিলাষি প্রেমসুখ বিলাসে ॥
কুমুদ প্রেমদ গগনে, অস্মদ সুখদ সদনে,
তথাপি অনুরাগী মিলনে, স্বভাব সুভাব ভাব মানসে।
কিঞ্চিৎ স্নেহে যদি বঞ্চিত হে, লাঞ্ছিত মনন কথঞ্চিত হে,
যদিও হৃদয় ভবদীয় বশে ॥
চন্দ্র রশ্মি দানে যদি কৃপণ, পদ্ম সুখি দর্শনে তপন,
পক্ষান্তরে অন্তর বিকাশে ॥ (২৪৪)

রাগিণী ঝিঝুট। তাল ধিমা।

প্রণয় জলধি সম, গম্ভীর মহাবিস্তার।
প্রণয়ী ক্ষুদ্র তরণী, অপার পার দুস্তার ॥
পয়োনিধি গরীয়ান, বিদ্রোহিকুল ভূয়ান,
যঃ কর্ণধার প্রেয়ান, সন্তরণে স নিস্তার ॥ (২৪৫)

রাগিণী ঝুম খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

মানস প্রয়াস মিলন হে।
সহবাসে বিরহ দলন হে ॥
হৃদয় সদয়ে প্রেম পালন হে।

পর পরশে কটুভাষজ্বলন হে ॥
ক্রমে ক্রমে প্রেমে স্নেহ স্খলন হে।
অপমানে মন মান হেলন হে ॥ (২৪৬)

রাগিণী লুম্ খাম্বাজ জঙ্গলা। তাল ঠুংরি।

রজনী সজনী সহবাস কৃত।
একক নায়ক দুরদেশে কৃত ॥
দর্শন স্পর্শনে আহ্লাদ কৃত,
বিচ্ছেদ উচ্ছেদ বিষাদ কৃত।
নয়নে নয়নে মিলন কৃত,
আয়াস প্রয়াসে সকাশে কৃত ॥
প্রণয়ে হৃদয়ে সন্তোষ কৃত,
অন্তরে অন্তরে দুঃখিত কৃত ॥ (২৪৭)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ধিমা মধ্যমান।

প্রণয় বিনয়ে হয়, সদয় হৃদয়ে রয়।
কপট স্নেহ অভাবে, নির্দ্দয় স্বভাবে ক্ষয় ॥
সমভাবান্তরাভাবে, সুভাব ধ্বংস কুভাবে,
স্বতঃ পর প্রভাবে, দ্বিভাবে সস্নেহ লয় ॥ (২৪৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

রমণী দৃশ্যে কোমল, হৃদয় পাষাণ পরা।
বচন মধুর সম, কার্য্যেতে মহাপ্রখরা ॥
বাসনা যথা যদ্রূপ, ভাষণা তথা তদ্রূপ,
তোষণা প্রথা বিদ্রূপ, পর প্রেম দুঃখকরা ॥ (২৪৯)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

বিলাস প্রয়াস প্রিয়ে, অন্য স্থানে।
কু আশ প্রকাশ সদা, এ অধীনে ॥

সুভাষ বিকাশ পরে হৃষ্ট মনে,
হতাশ উদাস দেখি নিশি দিনে।
রোচন বচন নব প্রিয়জনে,
তপন তাপন ভাব ক্লিষ্ট দীনে॥
দর্শন স্পর্শন সুখ পর মনে,
রঞ্জন অঞ্জন সম হে নয়নে।
সন্তোষ সরোষ তব সম জ্ঞানে,
অদৃষ্ট নিকৃষ্ট যথা অযতনে॥
বাসনা ভীষণা কেন অকারণে,
লক্ষণ প্রোক্ষণ বারি চন্দ্রাননে॥ (২৫০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

একান্ত কান্ত প্রয়াস মানসে।
সহবাস সুখ অভিলাষে॥
বিরহে তাপিত, হৃদয় সদত,
করে অবিরত, উৎসাহ আশে।
বিরত অভিমত প্রণয় বিনাশে॥
প্রিয়তমা যদি অন্তরে রহে,
ভাবুক জন অন্তর দহে,
কেমনে মনে সহে, বাস বিদেশে।
গগনে দিনমণি প্রকাশে,
জলজ মম মন বিকাশে,
মুদিত নিশি প্রবেশে,
মিলন সুখ বিনাশে॥ (২৫১)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল খিমাতেতালা।

সাধিতে গঢ় প্রণয়, সমাগমে বিরোধিতে।

তুচ্ছ বাক্যে অনৈক্য হে, শক্যতা রক্ষ বাখিতে ॥
পর স্নেহে প্রেম খর্ব্ব, পর আশে এব গর্ব্ব,
পূর্ব্ব প্রেম স্নেহ সর্ব্ব, অপূর্ব্বভাবে রোধিতে ॥ (২৫২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

করুণা কুরু কিঞ্চিত, ন কুরু লাঞ্ছিত হে,
প্রেমিক প্রেম সুখ সঞ্চিত।
দ্বিভাব প্রভাবে যদি স্বভাব গঞ্জিত ॥
তথাপি স্বরূপ বিরূপ কথঞ্চিত,
আলাপ বিলাপ প্রিয়ে, হৃদয়ে সুখ বঞ্চিত।
বচনে সদনে প্রিয়ে কমনীয়া, নয়নে দর্শনে রমণীয়া,
মননে কামনা কলঙ্কিত ॥
মধুর বাক্যে কর প্রতারিত, বিধুর স্বভাবে কুত রক্ষিত,
দীক্ষিত জন যদা বাঞ্ছিত ॥ (২৫৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেয়সী প্রিয়ভাষে, মন উল্লাসে।
গগনে চন্দ্র উদয়ে, কুমুদ মন বিকাশে ॥
প্রেমদা দর্শন আহ্লাদকর, সুখদ প্রেমিক দুঃখহর,
দুষ্কর বিরহ ক্লেশ নাশে।
সতত মম হৃদয় তাপিত, নিয়ত সদা বিলোপিত,
কোপিত ভাব প্রিয়া মানসে ॥ (২৫৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

দর্শন স্পর্শন সদা অভিলাষী।
প্রেয়সী মিলন সুখ প্রয়াসী ॥
অসহ্য প্রিয়া অভাব, দহ্য বিচ্ছেদ স্বভাব,
প্রণয় প্রভাব, অসম সাহসী।

মিলন আশয়ে প্রিয়ে যদি নৈরাশ,
উৎসাহ তরঙ্গ সুখ বিনাশ,
শ্রবণ সুখদ প্রিয়া মধুর বচন,
নিরন্তর অন্তর তাপে বিমোচন,
কুমুদ অবিকাশ অনুদয়ে শশি ॥
রোচন লোচন দুঃখ বিনাশী । (২৫৫)

রাগিণী খাম্বাজ । তাল মধ্যমান ।

অংশিত প্রণয় যথা, প্রণয়ী উৎসাহ ভঙ্গ ।
সংশিত হৃদয় তথা, নারী পরকীয়া সঙ্গ ॥
মূঢ় প্রেমে মনোন্তর, সমভাবে ভাবান্তর,
মম দ্বেষে দেশান্তর, নবীন প্রমোদ রঙ্গ ॥ (২৫৬)

রাগিণী ঐ । তাল ঐ ।

কান্ত ব্যতীত রজনী, বিফলং দুঃখ দায়িকা ।
বিরহে তাপিত যথা, প্রেম নায়ক নায়িকা ॥
বিচ্ছেদ দুঃখ দলনে, চিত্ত চঞ্চল মিলনে,
হৃদয় তাপ স্খলনে, নারী বাণী অমায়িকা ॥ (২৫৭)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ । তাল মধ্যমান ।

মানে অপমান করেছে, তবু তাহে দুঃখি নহি ।
মান অপমান যথায়, সম জ্ঞানে প্রাণে সহি ॥
মানেতে রাখিতে হয়, মানেতে সাধিতে কয়,
তার মানে কিবা ভয়, মানে সদা মানে রহি ॥ (২৫৮)

রাগিণী খাম্বাজ । তাল মধ্যমান ।

প্রেম বাসনা মহা অশান্ত, প্রণয়ী অসহ্য নিতান্ত,
বিরহ তাহে সম কৃতান্ত ।
পলকে প্রলয় বোধ প্রেম বিচ্ছেদে,

তাপিত প্রাণ প্রিয়তম উচ্ছেদে,
অদর্শন খেদ সদত আক্রান্ত ॥
প্রিয় জন যদি দূরে রহে,
আশার ভাবুক জন হৃদয় দহে,
নিবারণ নহে যাতনা একান্ত।
সুখ অপার প্রাণ প্রেয়সী সহবাসে,
দুঃখ বিস্তার প্রিয়া প্রবাসে,
আবাসে সদা হতাশে প্রাণান্ত ॥ (২৫৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

প্রিয়া চন্দ্রানন প্রকাশে, মন কুমুদ সদা বিকাশে।
প্রিয় অদর্শনে মুদিত হুতাশে ॥
দ্বিলক্ষ যোজনে রহে শশি, তথাপি কুমুদ প্রেম অবিনাশি,
দুঃখ বিনাশি হৃদয় উল্লাসে।
উভয় মিলন নহে কদাচন, দর্শনে কুমুদ মন,
রোচন স্পর্শন সুখ সুধারসে ॥
মনজ প্রণয় স্নেহের উদয়, হয় নাহি ক্ষয়, রহিলে দূর দেশে।
পঙ্কজ তপন, প্রণয় সাধন, কিরণে মিলন, প্রেম উদ্দেশে ॥
প্রেমিক প্রণয়, না হয় বিলয়,
দূরে অদূরে হৃদয় সন্তোষে ॥ (২৬০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

বিধুবদন অধোবদন, বল প্রিয়ে কি লাগিয়ে।
মন বেদন, সদা রোদন, বিমর্ষ হর্ষ ত্যাগিয়ে ॥
তব প্রণয়ী, যদা বিনয়ী, ভাবিনি তবু রাগিয়ে।
প্রেম বিনয়ী, সম প্রণয়ী, বিফল ক্লেশ ভোগিয়ে ॥

মন সন্তাপ, দুঃখ কলাপ, সারা নিশি জাগিয়ে।
বৃথা বিলাপ, নাহি আলাপ, মানিনী সোহাগিয়ে॥ (২৬১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

মধুর বচন প্রিয়ে, সদা মন অভিলাষী।
বিধুর বচন অয়ি, কলুষ রাশি॥
আন্ত্রিক ভাব ভিন্নতা, যান্ত্রিক বাক্য মান্যতা,
মন্ত্রিক কৃত অন্যতা, স্বভাব সুভাব নাশি॥ (২৬২)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল মধ্যমান।

ভালবাসা ভাল নয়, ভাল নয় গো।
প্রথমে সুখ বোধ, পরে দুঃখ হয় গো॥
ভালবেসে আছে সুখী, এমন কে নাহি দেখি,
ভালবাসি অশ্রুমুখি, দেখি হয় ভয় গো।
ভালবাসা ভাল বটে, সমভাবে যদি ঘটে,
কত রটে সবে চটে, পরে কত কয় গো॥
ভালবাসা এত জ্বালা, ঠেকিয়ে শিখে অবলা,
না বুঝে হয়ে উতলা, কুল নাহি রয় গো॥ (২৬৩

রাগিণী খাম্বাজ। তাল বিমা।

প্রেম উৎপত্তি হৃদয়ে হয়।
প্রেম নিবৃত্তি হৃদয়ে নয়॥
বিকার বিহীনে স্নেহ স্থায়ী রয়।
বিকার স্বভাবে ধ্বংসে প্রণয়॥
উভয়ে সমভাব যদা, লভয়ে শুভ ভাব তদা,
অভাব কদা, দ্বিভাব সংশয়।
বিরহে পরস্পরে তাপ, নায়ক নায়িকা বিলাপ,
ন চ আলাপ প্রলাপময়॥

ব্যাকুল উভয় উভয় দর্শনে, আকুল সদা মিলন স্পর্শনে,
মন আকর্ষণে, প্রবল আশয় ॥ (২৬৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

প্রেম অপার মহাবিস্তার।
পতিত জনে কৃত নিস্তার ॥
উত্থিত পতিত-প্রণয় বিকার, জলধি সম তরঙ্গ হুঙ্কার।
প্রণয় পয়োধি প্রকাশ হিল্লোল,
ভাবুক মানস টলিত কল্লোল,
সতত আকুল প্রেম কর্ণধার ॥
কল কল শব্দিত প্রেম সিন্ধু,
বিকল ভাবুক ব্যতীত বন্ধু,
প্রবল বিচ্ছেদ ন প্রতিকার।
প্রেম রত্নাকর নিয়ত অস্থির,
কলহ সমীরে করে অধীর,
বিনা সুস্থির নহে উদ্ধার ॥ (২৬৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

প্রেয়সী মোহিনী রূপে, আকুল করে হৃদয়।
মানস স্নেহ বিফল, বিরহ মহানির্দ্দয় ॥
ভাবি মিলন আশ্বাসে, প্রেয়সী বাক্য বিশ্বাসে,
প্রয়াশ সুখ আভাষে, ভরসা প্রিয়া সদয় ॥ (২৬৬)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ঐ।

হে প্রণয় অভাবিকে, ভাবুক জনে দাম্ভিকে।
ঐকান্তিক স্নেহ কৃচ্ছ্র, নায়িকা অস্বভাবিকে ॥
যদ প্রেম আকাঙ্ক্ষিত, তদ প্রেম উল্লঙ্ঘিত,
মদভরে অশাস্তিত, কুভাব স্বভাবাধিকে। (২৬৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

মোহিনী রূপে মোহিল মন।
মোহবশে প্রাণ উচাটন॥
হৃদয় ব্যাকুল অশ্রু লোচন।
বিরহে দুঃখ করে আকর্ষণ॥
প্রয়াস সদা প্রেয়সী দর্শন।
বিনা নিদর্শন, ক্লেশ নহে মোচন॥
সহবাস তার অসাধ্য সাধন।
পরবাসে বাস প্রয়াস এখন॥
মিলন ঘটন নহে সাধারণ।
মানসে প্রণয় প্রবৃত্তি উৎসাহ, অন্তর অনলে অন্তর দাহ,
বিচ্ছেদ প্রবাহ, নহে নিবারণ॥ (২৬৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমা।

হে চন্দ্রাননে ক্রোধনে ক্লেশিত অধোবদনে।
যামিনী ধরা শয়নে, অতিবাহিত রোদনে॥
মুখে কেবল স্বাগত, দুঃখে অথচ রাগত,
সুখেতে বাধা আগত, প্রিয়া প্রণয়ি সদনে॥ (২৬৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

প্রেয়সী প্রিয়ভাষে, মন সন্তোষে।
যথা সুধাকর কুমুদ বিকাশে॥
ঐকান্তিক প্রেমে স্থিত দূরদেশে,
প্রণয়ি সম জ্ঞান যেন সহবাসে।
প্রয়াশ মেঘাচ্ছন্নে কিবা ক্ষতি,
অন্তরে অন্তরে প্রকাশে দ্যুতি,
প্রকৃত প্রেম বল কেবা নাশে॥

মিলনে প্রিয়া সনে সুখকর,
অন্তরে অন্তরে মহাদুঃখকর,
নয়ন নিরন্তর সলিলে ভাসে।
প্রাণ প্রিয়তম সহিত বিরহে,
অনল সমান হৃদয় দহে,
প্রাণে না সহে ব্যতীত চাক্ষুষে॥ (২৭০)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমা।

প্রিয়া প্রিয় বাক্যে সুধা, তৃপ্তিত প্রণয়ি মন।
চাতক সম ভাবুক, বাসনা নবীন ঘন॥
প্রেয়সী সহ মিলন, বিরহ দুঃখ মোচন,
দর্শনে পঙ্কজানন, চন্দ্র মাত্র রোচন॥ (২৭১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

মোহিনী মম মন মোহিল।
দর্শন মাত্র স্নেহ হইল॥
মিলন আশয় মনে রহিল।
যদা কদা সময়ে স্থানান্তরে, দর্শনে তৃপ্তিত হই অন্তরে,
স্বতন্তরে প্রাণ হৃদয় দহিল॥
প্রিয়া মুখ দেখিতে সতত বাসনা,
কত জনে কাতরে করি উপাসনা,
মন মানে না দুঃখ কেহ না কহিল।
বিরহ অহরহ দুঃখ দলন, মানস প্রয়াশ প্রিয়সী মিলন,
সহন প্রবাস প্রবাহ বহিল॥
উৎসাহ মম অভিলাষ অশার,
প্রেয়সী সহবাস নহে সুসার,
আশার সার আয়াসে সকলি সহিল॥ (২৭২)

রাগিণী সিন্ধু বারোয়াঁ। তাল কওয়ালি।

মোহিনী রূপে মোহিত, বিচ্ছেদে দহিত মন।
মিলন ন চ সুসাধ্য, কেবল দুর দর্শন॥
উৎসাহ মহাপ্রবল, লজ্জা অতিপ্রবল,
বিরহে অক্ষি সজল, তপন সম জ্বলন॥ (২৭৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

প্রিয়া অভিমানী, মানভরে মানিনী।
সজনী মনমোহিনী, ক্রোধভরে তাপিনী॥
বিগত যামিনী, চকিত ঈক্ষণ যেমন দামিনী।
মন সুখ শেষ, বিশেষ দুঃখিনী॥
ভামিনী স্বভাব, প্রভাব ভামিনী।
প্রয়াস না হয়, বিকাশ প্রণয়,
হৃদয় উল্লাস, বিলাস নাশিনী॥
আভাষ তামস, কু আশ কোপিনী।
অসন্তোষী মম সহবাসে, আবাসে চাক্ষুষে
রোষে পরবশে, পর সোহাগিনী, মম বিরোধিনী॥
ক্ষুণ্নমনা দেখি মদীয় বচনে, দৈন্যভাব সদা সজল লোচনে,
বিরাগ শোচনে, অধোবদনী।
মম প্রেম বিরোধি নিরবধি, অবিরোধীভাবে সতত সাধি,
মিষ্ট বাক্যে ক্রোধী, কুটিল লোচনী॥ (২৭৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

প্রেয়সীরূপ হৃদি মোহিনী।
উজ্জ্বল ভাতিসম দামিনী॥
রমণী রমণীয়া, মন আকর্ষনী।
প্রণয় উদয় আশয় মিলন,

হৃদয় ধৈর্য্য নহে কদাচন,
বিরহ জ্বলন অনল দাহিনী ॥
অভীষ্ট প্রেয়সী মানস তুষ্টতা,
অনিষ্ট প্রণয়ি প্রেয়সী রুষ্টতা,
সন্তুষ্টে তুষ্টতা মন বিনোদিনী।
বিরল মিলন সরল বচন,
প্রকাশ্যে ঘটন দুষ্কর সাধন,
মধুর শ্রবণ মন তৃপ্ত কারিণী ॥
আশয় নৈরাশ হত অভিলাষ,
বিরত বিকাশ গত সহবাস,
কুমুদ সমূহ প্রয়াস শশাঙ্ক যামিনী।
চকিত দর্শনে প্রেম অভ্যুদয়,
প্রণয়ী প্রেম কদাচিৎ ক্ষয়,
মানস আলয় হৃদয় বাসিনী ॥ (২৭৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

মন কাঁদে তাই যাই, একবার দেখে আসি।
এত অপমান করে, তবু তারে ভাল বাসি ॥
ভিন্ন ভাবে কত কহে, সে সকল মনে সহে,
অদর্শনে প্রাণ দহে, দুঃখে সুখে তারে তুষি ॥ (২৭৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

রজনী বৃথা দুঃখে বাহিত।
প্রিয়া অভিমানে সুখ রহিত ॥
বিরহ অনলে সদা দাহিত।
শরীর কোমল, বদন কমল,
বচন সরল, তড়িত অমল অমৃত ॥

নির্দ্দোষ বিমল, মধুর ভাষিত।
চক্ষু সুখ মম প্রেয়সী দর্শনে,
হৃদয় আনন্দ প্রিয়ার মিলনে,
ক্লেশ ভিন্ন স্থানে, উপাসিত॥
একাগ্র মানসে যথা প্রেম ভাব,
অকপট স্নেহে না হয় দ্বিভাব,
প্রায় স্বভাব প্রভাব মোহিত।
প্রেম প্রণয়িনী যদি দুরস্থিত,
আশয় নাশয় সুখ অবস্থিত,
চাক্ষুষে সুস্থিত অস্থিতে দহিত॥
প্রণয় বিষয় মন পরাক্রম,
মহাভয়ানক প্রেমসমাক্রম,
প্রীতি পরাক্রম নহে তিরোহিত॥ (২৭৭)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

প্রেয়সি প্রণয়ে অপমান, সহিব সহিব সুখে সহিব।
গঞ্জনা তাড়না সমভাবে, রহিব রহিব সুখে রহিব॥
আন্তরিক ভাল বাসে, লজ্জায় নাহি প্রকাশে,
চাক্ষুষে আভাষে মন কথা, কহিব কহিব সুখে কহিব।
প্রিয়া বাস ভিন্ন স্থলে, তাপিত হৃদয় জ্বলে,
এদেহ বিরহানলে, দহিব দহিব সুখে দহিব॥ (২৭৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

প্রাণ কাঁদে তাই আসি, তাতে কেন অসন্তোষী।
অপমান কর প্রাণ, তবু কত ভাল বাসি॥
দুরে দেখি সুখী হই, কথা কও তাই কৈ,
আমি যেন কেহ নই, স্ত্রী হয়ে পুরুষে তুষি॥ (২৭৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

প্রেয়সীমনে দ্বিভাব, তবু মম সম ভাব।
প্রণয় বিনয় ভাব, স্নেহ মোহ তিরোভাব॥
অন্তরে পর প্রয়াস, গোপনে অন্যে বিলাস,
প্রিয়া মন অভিলাষ, স্বভাব কিম্বা কুভাব॥ (২৮০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

রমণী মহা কমনীয়া, পুরুষ মন রমণীয়া।
লোচন সমাকর্ষণীয়া, বচন অতি রোচনীয়া॥
কামিনী যাতনা হারিণী, প্রণয়ি মন বিমোহিনী,
সজনী বিনোদ দায়িনী, হৃদয় তাপ দমনীয়া॥ (২৮১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠেকা।

অভিমানে অপমান, প্রেয়সি তবু সন্তোষী।
আক্রোশে নহি দুঃখী, প্রাণপণে মন তুষি॥
কটু যদি কহ ক্রোধভরে, তথাপি আপ্যায়িত হই অন্তরে,
প্রেয়সী অন্তরে, মিলনাভিলাষী।
মানস বাসনা, পর উপাসনা,
নবীন তোষণা, কেমন ধিষণা,
সামান্যে ভীষণা, দীনা অসন্তোষী॥
নব উপরোধ, মম প্রতি ক্রোধ,
প্রিয় অনুরোধ, সতত বিরোধ,
বিপরীত বোধ, বেদনা ভূয়সী।
দুরাশা প্রভাবে, মলিনতা ভাবে,
পতিত দ্বিভাবে, বোধ অনুভবে,
বিদ্বেষ স্বভাবে, স্বভাব অবিনাশী॥ (২৮২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

লোচন লোহিত, বচন দাহিত, প্রিয়া প্রয়োগে।
রোচন শোচন, অহিত বিহিত, স্নেহ বিয়োগে॥
তামস হৃদয় মধ্যে, মানস মম বিরুদ্ধে,
অলস প্রণয় মধ্যে, উভয় প্রেম বিরাগে॥ (২৮৩)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

আর কি প্রিয়ে দেখা দিবে না, কথা কবে না। (রে)
দেখিলে চেয়ে দেখ না, তবে বুঝি রবে না॥ (রে)
নব প্রেম চমৎকার, মম প্রেম সহা ভার,
অনেক হবে তোমার, আমার কেহ হবে না॥ (রে) (২৮৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

প্রিয়া মহাকটুভাষি, তবু তুষি প্রাণপণে।
সুসম্ভাষে কিম্বা রোষে, সমভাব ভাবি মনে॥
প্রিয়া মনগত ভাব, সুভাব কিম্বা কুভাব,
মম পক্ষে সমভাব, তুষ্ট রুষ্ট একজ্ঞানে॥ (২৮৫)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ঐ।

প্রণয়ি জনে প্রেয়সি, কি কারণে অসন্তোষী।
বিরাগী বিরোধভাব, অকারণ অসম্ভাষি॥
তুচ্ছ বাক্যে কেন ক্রোধ, সামান্যে কর বিরোধ,
কার এত অনুরোধ, আরোপ নির্দ্দোষে দোষী॥ (২৮৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

ভাল বাসি তাই আসি, বিধু-বদন দেখিতে।
চঞ্চল হইলে মন, না পারি বশে থাকিতে॥
ভালবাসা মহাদায়, লজ্জা ভয় সব যায়,
দেখিলে আঁখি জুড়ায়, প্রিয়া বিরহ দুঃখেতে॥ (২৮৭)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

সেই প্রিয়া রূপ, সদা পড়ে মনে। (ওগো আমার)
নিশি দিনে জাগরণে, শয়নে কিম্বা স্বপনে ॥
মনে করি দেখিব না, তার কথা কহিব না,
তার আশে রহিব না, তথাপি ভুলি কেমনে ॥ (২৮৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি ঠেকা।

প্রিয়া পূর্ব্ব প্রণয় বিরাগী।
প্রণয়ী পর প্রেমে সোহাগী ॥
প্রয়াস অন্য প্রতি, মম স্নেহে বিবাগী।
স্বভাব চঞ্চল, দ্বিভাবে বিকল,
আগ্রহ বিফল, হইল সকল,
অমল প্রেমিকে, ক্ষণ স্নেহ ত্যাগী ॥
প্রথম মিলন, সস্নেহ বচন,
হয় কি স্মরণ, প্রণয় ঘটন,
দেখি উচাটন, পর প্রেম লাগি।
পর জনে তোষ, অপরে সন্তোষ,
মম বাক্যে রোষ, কি পাইলে দোষ,
মানসে অলস, আমি দুঃখ ভাগী ॥ (২৮৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান ঠেকা।

দুঃখে যামিনী, জাগিয়ে গত।
মম প্রিয়া নহে, সমাগত ॥
ভাবে বুঝিলাম, পর প্রেমে রত।
হৃদয়েরি আশা, সদয় প্রত্যাশা,
মানস পিপাসা, হইল নৈরাশা,
চাক্ষুষে বচসা, দ্বিভাবে আগত ॥

রমণী প্রকৃতি, প্রণয়ে আহৃতি,
মোহিনী আকৃতি, অন্তর বিকৃতি,
বিপরীত গতি, ক্বচিৎ অনুগত।
কাল্পনিক ভাব, কুটিল স্বভাব,
অন্তরে দ্বিভাব, উদয় কুভাব,
ক্ষণে প্রেম ভাব, ক্ষণে পরগত ॥
যদিও রূপসী, নারী অবিশ্বাসী,
মানস তামসী, পূর্ণ লোভ রাশি,
নব অভিলাষী, ভাবুকে রাগত ॥ (২৯০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

ভাবিয়ে ভাবিয়ে, নিশি জাগিয়ে প্রিয়ে লাগিয়ে।
সুখ ত্যজিয়ে দুঃখিত হয়ে, বিরহে বাঁচিয়ে ক্লেশ সহিয়ে ॥
প্রণয়ে মজিয়ে, গঞ্জনা ভুগিয়ে,
জীবিতে মরিয়ে, এত না জানিয়ে,
এ কুল ত্যজিয়ে, ওকুল হারায়ে, ব্যাকুল কাঁদিয়ে ॥ (২৯১)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল ঠুঙ্গরি।

প্রেয়সী লাগি, যামিনী জাগিয়ে।
হতাশ হইয়ে, যাতনা ভোগিয়ে ॥
আসিব বলিয়ে, চাতুরি করিয়ে।
আশায় রাখিয়ে, না এলো ফিরিয়ে ॥
রমণী বচন, মৌখিক রোচন,
চরমে শোচন, স্বভাব জানিয়ে।
রমণী আশ্বাস, রমণী বিশ্বাস,
রমণী প্রয়াস, অভাবনীয়ে ॥
মোহিনী মুরতি, মধুর ভারতী,

গরল প্রকৃতি, কপট হৃদয়ে।
নারী মন গতি, সুনীতি অনীতি,
উচ্চ নীচ মতি, সমান বুঝয়ে ॥
অদ্ভুত চরিত্র, শত্রু কদা মিত্র,
মনঃ অপবিত্র, মিথ্যা কথনীয়ে ॥ (২৯২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

অহো পর প্রেম লুব্ধে, পর মিলন লোভিতে।
প্রণয়ি প্রণয় রুদ্ধে, মানস আশ ক্ষোভিতে ॥
মৌখিক স্বপক্ষভাব, হৃদয়ে সদয়াভাব,
দ্বিভাব নারী স্বভাব, প্রণয়ি দুঃখ লভিতে ॥ (২৯৩)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

প্রিয় সহবাস, সদা অভিলাষ।
উল্লাস বিলাস, মিলন প্রয়াস ॥
দুর দেশে বাস, আশায় নৈরাশ।
অন্তর উদাস, হৃদয়ে হুতাশ ॥
বিরহ দলন, প্রেয়সী মিলন,
গোপনে ঘটন, মনগত আশ।
যামিনী বিগত, প্রিয়া অনাগত,
পর প্রেমে রত, নবীনে বিলাস ॥
অভাব প্রণয়ে, রাগত বিনয়ে,
সতত মদীয়, নির্দ্দয় আভাষ।
মধুর বচন, শ্রবণ রোচন,
সত্য কদাচন, রমণী বিন্যাস ॥
মনগত ভাব, মানসে দ্বিভাব,
চঞ্চল স্বভাব, সদা অবিশ্বাস।

তথাচ মানস, নারী প্রেম বশ,
প্রণয়ে অযশ, আশা নহে নাশ ॥ (২৯৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

নারী অভিলাষ, নবীন প্রয়াস,
কে জানে বিশেষ, কে জানে বিশেষ ॥
নারী মনগতি, নারী কিবা মতি,
বাসনা অশেষ, বাসনা অশেষ।
প্রকৃতি স্বভাব, সতত দ্বিভাব,
সময়ে বিদ্বেষ, সময়ে বিদ্বেষ ॥
রমণী ধিষণা, নব উপাসনা,
কে জানে উদ্দেশ, কে জানে উদ্দেশ।
বচনে প্রণয়, অন্তরে প্রলয়,
অচিন্ত নির্দ্দেশ, অচিন্ত নির্দ্দেশ ॥
দেখিলে মোহিত, জানিলে দাহিত,
বহ্নিসম ক্লেশ, বহ্নিসম ক্লেশ।
রমণী আগ্রতা, রমণী ব্যগ্রতা,
নাস্তি উপদেশ, নাস্তি উপদেশ ॥
নারী ধর্ম্ম কর্ম্ম, নারী গূঢ় মর্ম্ম,
অসাধ্য প্রবেশ, অসাধ্য প্রবেশ ॥ (২৯৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রিয়জন লাগিয়ে, কুলমান ত্যাগিয়ে,
কহে জনে জনে, কহে কত কহে।
সে সুখ দেখিয়ে, থাকি দুঃখ ভুগিয়ে,
সহে প্রাণে সহে, সহে সব সহে ॥
প্রণয় বিরহ, সহন দুরূহ,

অনিলসম বহে, বহে সম বহে।
প্রিয় অদর্শন, দাবাগ্নি কর্ষণ,
বহ্নিরূপে দহে, দহে দহে দহে ॥
প্রেম পুরস্কার, যথা তিরস্কার,
তবু প্রাণ রহে, রহে প্রাণ রহে।
পুরুষ বিনয়ে, নবীন প্রণয়ে,
বশ নহে, নহে বশ নহে ॥ (২৯৬)

রাগিণী জঙ্গালা খাম্বাজ। তাল ঐ।

প্রেয়সী হৃদয়, কিরূপে সদয়,
কেমনে তুষিব, কেমনে তুষিব।
প্রিয় দীন মনে, সজল নয়নে,
ভাসিব ভাসিব, সতত ভাসিব ॥
সদা হৃদি দহে, তাহার বিরহে,
নাশিব নাশিব, এ প্রাণ নাশিব।
দুঃখিত অন্তরে, বিরহ সাগরে,
পসিব পসিব, জীবনে পসিব ॥ (২৯৭)

রাগিণী জঙ্গালা খাম্বাজ। তাল একতালা।

প্রণয় অঙ্ক অভাবনীয়, আচরণ অচিন্তনীয়।
প্রণয়ে সন্ধ স্বভাবনীয়, অচিরে অসৎ ঘটনীয় ॥
প্রণয়ে দেবভাবনীয়, ভয়ানক দোষনীয়,
প্রণয় আশ বর্জ্জনীয়, কদা দুঃখ তোষনীয়।
আত্মীয় প্রেম কদা করণীয়,
পর প্রেম নহে দূষনীয় ॥
রমণী-লালসা অতি রমণীয়,
পুরুষ অসাধ্য, অথচ দমনীয়।

নারী অভিলাষ, মহা তুর্জ্জনীয়,
রমণী বিশ্বাস, সদা বর্জ্জনীয় ॥
প্রণয়ে প্রলয়, ঘটনীয়,
দ্বিলক্ষে কুমুদ, শশি দর্শনীয় ॥ (২৯৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

প্রিয়া অভিলাষ, মিলন প্রয়াস।
সদা মনে আশ, সুখ সহবাস ॥
দুরন্ত বিচ্ছেদ, কৃতান্ত সমান,
নিতান্ত উৎসাহ, করে উদাস।
বদন অমল, দর্শন সফল,
বাসনা বিফল, বাক্যে অবিশ্বাস ॥
অশান্ত প্রণয়, নিতান্ত বিনয়,
স্বভাবে নির্দ্দয়, কুভাব প্রকাশ।
আশয়ে জরিত, বিচ্ছেদে পীড়িত,
সমান তড়িত, নহে মন আশ ॥
দর্শনে মোহিল, হৃদয় দহিল,
মানসে রহিল, আশা অবিকাশ ॥ (২৯৯)

রাগিণী সিন্ধু মুলতান। তাল কওয়ালি।

প্রেয়সী পর প্রয়াস, সংগোপন অভিলাষ।
ঘৃণিত মানস আশ, তুর্নীত সহ বিলাস ॥
নারী স্বাধীন স্বভাব, অধীনে সদা দ্বিভাব,
রমণী ভাব অভাব, মুদিত কদা বিকাস ॥ (৩০০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমা ঠেকা।

অতি অশান্ত প্রণয় বাসনা,
কদা প্রতারণা নীচ উপাসনা।

মান অপমানে সমান তোষণা ॥
কিবা ভয় শ্লেষে, কি ক্ষতি অযশে,
প্রেমিক মানসে, প্রণয় পোষণা।
একান্ত মানস, পর প্রেমে বশ,
নিতান্ত অলস, প্রেমে বোধ যশ,
কিবা অপযশ, কুরব ঘোষণা ॥
প্রণয় প্রয়াস, না হয় বিনাশ,
প্রণয়ি আশ্বাস, প্রিয়া সহবাস,
প্রেমিক বিশ্বাস, মহতী ধিষণা।
প্রণয় ভুস্তার, ক্রমশ বিস্তার,
প্রণয় বিকার, সামান্যে নিস্তার,
মহা তিরস্কার, উৎসাহ পোষণা ॥
প্রেমিক শরীরে, দূরে কি অদূরে,
প্রেমিক অন্তরে, প্রেম বাস করে,
মিলন প্রান্তরে, দুঃখ ন ভীষণা ॥ (৩০১)

রাগিণী সিন্ধুক ফি। তাল মধ্যমান।

দেখিতে পাই না পাই, তবু মম মন তোষে।
দুরে আছে তবু কাছে, সম সুখ সহবাসে ॥
যে জন হৃদে বিহরে, চাক্ষুষ সম শিহরে,
স্মরণে যাতনা হরে, মানসে সুখ বিকাসে ॥ (৩০২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

প্রেয়সী ক্রোধভরে, কত না কহিল,
কত না কহিল, কত না কহিল।
নলিনী তপন স্বরূপ, যাতনা সহিল,
যাতনা সহিল, যাতনা সহিল ॥

শীতল কি উষ্ণ বারি, অনল নির্ব্বাণকারী,
ক্লেশ পরিহরি, মানস মোহিল,
মোহিল মোহিল ॥ (৩০৩)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল মধ্যমান।

পর কথায় তাহারে, পর কোথায় হইবে।
সমভাবে ভাবি যারে, ভিন্ন ভাব কে করিবে ॥
দেখিলে সে বিধুমুখী, সমভাবে থাকি সুখী,
দেহমাত্র ভিন্ন দেখি, কিসে বিচ্ছেদ ঘটিবে ॥ (৩০৪)

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা ধিমা।

সরস বসন্তে, কোকিল কুহরে।
বিরহি জন, শরীর শিহরে ॥
অহরহ অনঙ্গে দাহিত দেহ,
দুরূহ মিলন মানস স্নেহ,
অভিসার গমন বিফল যথা,
একান্ত কান্ত তথা গমন বৃথা,
প্রয়াস সফল যদি করে বিধি,
অবিচ্ছেদে প্রিয়া হেরি নিরবধি,
বাদ সাধিল, প্রণয়ে দিল বাধা,
প্রণয় সুখ না হইল সমাধা,
আরামে তরুবরে পুষ্প ফুটিল,
বিরহিণী মানসে দুঃখ ঘটিল,
বসন্তে অশান্ত সমীরণ বহে,
একান্ত রমণী কোমল দেহ দহে,
কান্ত বিহীন সময় অবসরে,
জরজরিত মম দেহ পঞ্চশরে,

কান্ত সহবাস নিকট দর্শন,
নয়নে নয়ন মিলন স্পর্শন,
প্রণয়ে অদূরে, কিম্বা স্থিত দূরে,
চন্দ্র কুমুদ যথা, অন্তরে অন্তরে ॥ (৩০৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল খিমাতেতালা।

ভাল বাসে না তা জানি, তবু ভাল বাসি তারে।
বুঝালে বুঝে না মন, বরং আরো স্নেহ করে ॥
সে যে পর অভিলাষী, তবু তারে কত তুষী,
হইতে তার প্রেয়সী, সদা বাসনা অন্তরে ॥ (৩০৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

অধিক বাসনা নহে, যৎ কিঞ্চিৎ ভাল বাস।
মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট কর, এই মম অভিলাষ ॥
মানস যাতনা হর, বচনে তর্পিত কর,
সরল ভাব অন্তর, প্রেয়সী এই প্রয়াস ॥ (৩০৭)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

সজল নয়ন, মহিতে শয়ন,
বল কি লাগিয়ে, বল কি লাগিয়ে।
পাতিত অঞ্চল, তাপিত চঞ্চল,
বল কি লাগিয়ে, বল কি লাগিয়ে ॥
পূর্ব্ব ভাব গত, সামান্যে রাগত,
বল কি লাগিয়ে, বল কি লাগিয়ে।
দুঃখিত অন্তরে, বসি স্বতন্তরে,
বল কি লাগিয়ে, বল কি লাগিয়ে ॥
বিগত রজনী. রাগত সজনী,
বল কি লাগিয়ে, বল কি লাগিয়ে।

হে মন মোহিনী, স্বভাব দাহিনী,
বল কি লাগিয়ে, বল কি লাগিয়ে ॥ (৩০৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

প্রিয়া ভাল বাসে, ভাল কিম্বা ভাল বাসে না ;
এসে যদি তাই ভাল, সে ভাল যদি এসে না ॥
এই ভাল মনে রাখে, যথা থাকে রহে সুখে,
দুঃখি তার দুঃখে, তবু আমায় তোষে না ॥ (৩০৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেয়সী বিদ্বেষ ভাবে, নির্দ্দেশ তার জানি না।
পর ভাবে কি উদ্দেশে, কুলোকে কহে মানি না ॥
মৌখিক প্রণয় করে, কেবা জানিবে অন্তরে,
কত কহে পরে পরে, তাহার দোষ শুনি না ॥ (৩১০)

রাগিণী সিন্ধু বারোঞা। তাল কওয়ালি।

সে মম মন মোহিনী, অন্য জন পক্ষ নহে।
যে যাহারে ভাল বাসে, তাহার বিচ্ছেদে দহে ॥
অন্তরে স্নেহ থাকিলে, রুষ্ট কথা যদি বলে,
প্রণয়ি কষ্ট সকলে, প্রেয়সী কারণে সহে ॥ (৩১১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান ঠেকা।

অভিলাষ প্রিয়া, সহ মিলন।
প্রেয়সী স্পর্শনে, বিরহ দলন ॥
প্রণয়ি জন স্পৃহা, প্রণয় পালন।
সুখ সহবাস, নির্জ্জন বিলাস,
মানস প্রয়াস, সামান্যে বিনাশ,
সদা অভিলাষ, মন দুঃখ স্খলন ॥
ত্রাসতা প্রণয়, তাপিত হৃদয়,

প্রিয়া অসদয়, যাতনা উদয়,
অধীন বিনয়, বৃথায় জ্বলন।
প্রণয়ি মানস, প্রিয়া প্রেমবশ,
কি ভয় অযশ, না হয় অলস,
প্রণয় সাহস, অন্তরে কলন॥ (৩১২)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

প্রণয়ে প্রলয় হলো, ভাবে দেখি ভাবান্তর।
বিনয় বিলয় যথা, মনে হয় মনান্তর॥
অস্থির এ ভালবাসা, স্থায়িত্বে কিবা প্রত্যাশা,
কেবলমাত্র বচসা, মুহূর্ত্তে প্রকারান্তর॥ (৩১৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

বিরহে সদা খেদিত, গঞ্জনায় মন তাপিত।
তথাপি প্রাণবল্লভ, হৃদয়ে সম উদিত॥
ঘৃণা ভয়ে থাকি গৃহে, লজ্জা ভয়ে মন দহে,
অবলায় সব সহে, অথবা দুঃখিত॥ (৩১৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসী ভালবাস, এই প্রিয়ে অভিলাষ।
তুষিব তুষিতে হবে, তাহে কেন কটু ভাষ॥
স্বভাবে দ্বিভাব কর, আদরে নাহি আদর,
নিজ জনে ভাব পর, বল না কিবা প্রয়াস॥ (৩১৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

প্রিয়া ভালবাসে না, হেথা এসে না।
দৈবে যদি এসে, রহে না বসে না॥
মিষ্ট বাক্যে তুষিত, দ্বিভাবে তোষে না।
সরল জানা'ত, সেরূপ ভাষে না॥

কারণ বশত, কিবা মন গত,
জানিতে চাহিলে, ভাব প্রকাশে না।
পর প্রেমে রত, মম প্রেমে বিরত,
তদ্দোষ দেখিলে, কদাচ দোষে না ॥ (৩১৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঠেকা।

বিরহ মহা ভুজঙ্গ, সতত দহে এমন।
তাপিতে শীতল কেবা, করে মানস দহন ॥
প্রিয়া বিনা সুখ হরে, বিরহে দুঃখিত করে,
সেই বিনা কেবা পারে, প্রণয়ি মন রঞ্জন ॥ (৩১৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অয়ি ললনে দারুণে, অনল সম ক্রোধিতা।
গহন দহন মূর্ত্তি, সহন নচ সাধিতা ॥
অসহ্য ভাব লক্ষিত, দহ্য স্বভাব দীক্ষিত,
সহ্য দ্বিভাব রক্ষিত, পর প্রণয়ে বোধিতা ॥ (৩.৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রণয়িজন মন অভিলাষ, প্রিয়াসহ বিলাস।
আগ্রহে প্রকাশ, স্নেহ অবিনাশ, কারণ বিনাশ ॥
সম্ভূত হৃদয়, অদ্ভুত প্রণয়, কিম্ভূত বিনয়,
মানস বিকার, সদসদাচার, বাসনা বিকাশ।
বিরহে তাপিত, অস্নেহে ব্যাপিত, নির্দ্দেহে গোপিত,
ধৈর্য্য প্রতিকার, প্রণয়ে নিস্তার, বাসনা উদাস ॥
উচিতানুচিত, মনে বিবেচিত, নহে কদাচিত,
হৃদয় রোচিত, বিরাগ মোচিত, প্রণয় হুতাশ ॥ (৩১৯)

রাগিণী ঐ। তাল মধ্যমান ঠেকা।

হৃদয়ে কিঞ্চিত সুখ, দেওনে যদি কাতর নহ।

তবে প্রেমার্থিক জনে, প্রিয়া সমভাবে রহ ॥
চঞ্চল নারী হৃদয়, স্থিরভাবে নাহি রয়,
উৎপত্তি যথায় লয়, প্রেমসীমা ভয়াবহ ॥ (৩২০)

রাগিণী ঐ। তাল ঠেকা।

প্রেয়সী প্রণয়ে দৃশ্য ভাব, পর প্রণয়ে সদা দ্বিভাব,
প্রণয় অভাব, উদয় কুভাব।
অপরে বাধিত, কারণে ক্রোধিত,
কদা বিরোধিত, নহে সুসাধিত,
সস্নেহ রোধিত, অপরে সুভাব ॥
আকৃতি সুস্থির, প্রকৃতি অস্থির,
ধৃতিতে অধীর, কাতরে বধির,
গতি নারী নীর, অধম স্বভাব।
ভবদীয় আশা, যদীয় দুরাশা,
তদীয় পিপাসা, দ্বিতীয় প্রত্যাশা,
সতত বচসা, অস্নেহ প্রভাব ॥ (৩২১)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

তুচ্ছ কথায় ক্রোধ কর, উচ্চ কথায় ভৎর্সনা।
তথাচ প্রিয়ে তোমায়, তুষিতে সদা বাসনা ॥
যত কহ সব সব, তব বাক্যে কিবা কব,
সমভাবে সদা রব, তবমাত্র উপাসনা ॥ (৩২২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

রজনীকান্ত ব্যতীত, কুমুদ অপ্রস্ফুটিত।
রজনীকান্ত ব্যতীত, রমণী দুঃখ ঘটিত ॥
কুমুদস্য সুধাকর, প্রণয়ার্থি সুধাকর,
উভয় প্রেম আকর, প্রেম পদ্ধতি রচিত ॥ (৩২৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

রজনী কান্তব্যতীত, বিরহ দুঃখে পতিত,
কুমুদী অভিসারিকা, রজনীকান্ত ব্যতীত ॥
কুমুদিরমণীমন, নায়ক সহ মিলন,
মানস আশা খণ্ডন, মন তাপিত অতীত ॥ (৩২৪)

রাগিণী সিন্ধু বারোঞা। তাল কওয়ালি।

মন ভাল বাসে কারে, এমন মোহিনী জানে।
বুঝিবে কিসে অপরে, বুঝাইব হে কেমনে ॥
অন্তর দেখিবার নয়, মনে স্নেহ পরিচয়,
বাক্যে কি কহিলে হয়, বিনা সম স্নেহ জ্ঞানে ॥ (৩২৫)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

নিষ্কপট প্রেম কর, অকাম কর প্রণয়।
আন্তরিক স্নেহ কর্ত্তব্য, আশা ব্যতীত বিনয় ॥
স্বভাব মন সরল, উভয়ে সম বিরল,
ভাব অন্তর গরল, বাক্যে চাটু অভিনয় ॥ (৩২৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

অন্তরে প্রণয় যার, কে করিবে অন্তর।
সমভাবে সদা রহে, অসমর্থে স্বতন্তর ॥
গূঢ় প্রণয় মানসে, সামান্যে কেবা বিনাশে,
উভয় সম প্রয়াসে, স্নেহ বৃদ্ধি নিরন্তর ॥ (৩২৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেম রত্ন যত্নে লভে, যত্নে হয় যত্নে রয়।
অযত্নে লভিত নহে, অযত্নে প্রণয় ক্ষয় ॥
প্রেম পদার্থ অক্ষর, প্রণয় নহে নশ্বর,
তাৎপর্য্যে জানা দুষ্কর, ঘটভেদে যথা লয় ॥ (৩২৮)

রাগিণী জঙ্গলা বারোঞা। তাল কওয়ালি।

আন্তরিক ভাব কহ না, কি জন্যে স্নেহ কর না।
ছলে মম দোষ ধর, আপন দোষ ধর না॥
অনেক ছিল ভরসা, রবে তব ভালবাসা,
শেষে করিলে নিরাশা, বচনে স্নেহ হয় না॥ (৩২৯)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

রজনীকান্ত সহিতে, সুখ মিলন প্রয়াসে।
রজনীকান্ত ব্যতীতে, অভিসারিকা আয়াসে॥
নায়িকা প্রণয়িকান্ত, দৃঢ় বাসনা একান্ত,
বিরহ দুঃখ নিতান্ত, বাদ সাধে অনায়াসে॥ (৩৩০)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ঐ।

প্রিয় অভাবে রজনী, অনল সম দাহিনী।
জাগরণে একাকিনী, কান্ত বিনা বিরহিণী॥
শুভ মিলন আশয়ে, কুল ভয় নাশয়ে,
স্বজন কটু ভাষয়ে, নামে কেবল মোহিনী॥ (৩৩১)

রাগিণী তাল

সুখে গেল বহুদিন, দুঃখে যায় শেষ দিন।
দীনের নাহি সুদিন, ঘটিল এবে দুর্দ্দিন॥
ঘরে পর আত্ম হয়ে, বসে থাকে কি লাগিয়ে, (৩৩২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

প্রণয়িপ্রণয়ে প্রিয়ে, সুভাব অভাব দেখি।
মম মিলনে বচনে, অনুভাবে নহ সুখী॥
পূর্ব্ব ভাব মনে হলে, দুঃখে অগ্নি সম জ্বলে,
কি বলিলে কি করিলে, মনে কি হয় বিধুমুখি॥ (৩৩৩)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রেয়সী অপ্রিয় ভাষে, মম প্রণয় বিরোধি।
তথাচ তুষিতে তারে, চেষ্টা করি নিরবধি॥
মিষ্ট বাক্যে রুষ্ট কয়, বিনয়ে প্রণয় হয়,
সহবাসে ভিন্ন রয়, দুঃখ সয়ে অনুরোধি॥ (৩৩৪)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল ধিমা।

এত বিরাগ কেন প্রাণ, বল কি দোষ পেয়েছ।
অভিমানে ম্রিয়মাণ, অধোবদনে রয়েছ॥
বল কিবা পেলে দোষ, যাহে এত কর রোষ,
সদা দেখি অসন্তোষ, অপরে বশ হয়েছ॥ (৩৩৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

এত অপমান করে, তবু তারে ভালবাসি।
তুষ্ট নহে রুষ্ট কহে, তাহে নহি অসন্তোষী॥
যার সুখে সুখী হই, তার দুঃখে দুঃখী রই,
জানি না সে জন বই, তার প্রেম অভিলাষী॥ (৩৩৬)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

যাহারে করি আদর, সে যে করে অনাদর।
পরপ্রেমে সদা রত, তথাপি হই কাতর॥
তুষি তারে প্রাণপণে, তবু সে করে না মনে,
এত তার অযতনে, কভু নাহি ভাবি পর॥ (৩৩৭)

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

রমণী বাসনা চমৎকার, অদ্ভুত ব্যবহার।
অন্তরে জঘন্য স্পৃহা, মৌখিকে মহা উদার॥
পুরুষ দুখ বিনতি, সদা নম্র করে স্তুতি,
তথাচ হয় কুমতি, কভু নহে সংস্কার।

চরিত্র অতি বিচিত্র, ক্ষণেক নহে পবিত্র,
মনগতি অপবিত্র, সাধ্যাতীত প্রতিকার ॥ (৩৩৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ভালবাসে সে কি আমারে, কিম্বা ভালবাসে পরে।
বুঝিতে না পারি ভাব, কিভাব ভাবে অন্তরে ॥
বিভিন্ন বচনে মনে, দ্বিভাব দেখি লক্ষণে,
কুটিল ভাব নয়নে, কেবল বাসনা তারে ॥ (৩৩৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দুঃখে সুখে দিন যায়, দেখি তার ব্যবহার।
বাসনা যে করে কারে; উপাসনা করে কার ॥
প্রথমে যে ভাব ছিল, পর প্রণয়ে মিটিল,
ভাল বেসে এ ঘটিল, নারীমন বোঝা ভার ॥ (৩৪০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

রজনীনাথ ব্যতীত, সব দেখি অন্ধকার।
এবিচ্ছেদ কৃষ্ণপক্ষ, কিসে হয় প্রতিকার ॥
প্রণয় নাশ বিপক্ষে, চন্দ্র হ্রাস কৃষ্ণপক্ষে,
উভয়েতে সমলক্ষে, চন্দ্র প্রণয় বিকার ॥ (৩৪১)

রাগিণী ঝিঁঝিটী। তাল মধ্যমান।

রমণীর স্নেহ যদি রয়, যদি রয় গো।
আন্তরিক যন্ত্রণা সব, তবে শীতল হয়, শীতল হয় গো ॥
রমণীর তুষ্টি পেলে, সদা সুখ জলে স্থলে,
সে সকল না ঘটিলে জগৎ ত্যাজ্য শাস্ত্রে কয়,
শাস্ত্রে কয় গো ॥ (৩৪২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মম দুঃখে কেহ দুঃখী নয়! কেহ নয় গো।

আন্তরিক মন বেদনায়, কেহ কিছু নাহি কয়॥
কহ কি বলিব কারে, কে বুঝিবে এ অন্তরে।
তাপিতে শীতল করে, ব্যথিত নাহিক হয়॥ (৩৪৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ষৎ।

যে ভাবে ভাবিত আমি, সে ভাবে ভাবিত নহে।
যার দুঃখে দুঃখী রহি, মম দুঃখে সুখে রহে॥
প্রাণ সম ভালবাসি, সদা রহে অসন্তোষী,
কত যে তাহারে তুষি, তবু রুষ্ট বাক্যে দহে॥ (৩৪৪)

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান ঠেকা।

মনের দুঃখ কব কারে, কে দুঃখে দুঃখী হইবে।
সে যদি বুঝিত মন, এদশা কেন ঘটিবে॥
আমি দুঃখী যার ভাবে, সে অপর ভাবে ভাবে।
লাঞ্ছিত হয়ে দ্বিভাবে, এপ্রাণ কিসে রহিবে॥ (৩৪৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান ঠেকা।

সদা দেখি অসন্তোষী, অপমানে ভাল বাসি।
পর ভাব অনুভাবে, স্বভাবে তাহারে তুষি॥
কোন মতে তুষ্ট নহে, অকারণে রুষ্ট কহে,
বহ্নি সম বাক্যে দহে, তবু তারে অভিলাষী॥ (৩৪৬)

রাগিণী মুলতানি বারোঁয়া। তাল কওয়ালি ঠেকা।

এত যে তাচ্ছল্য করে, তবু তারে ভাল বাসি।
কটু কহে বাক্যে দহে, সব সয়ে তারে তুষি॥
যদিও রূপে মোহিনী, স্বভাব তার দাহিনী, (৩৪৭)

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

দেখিয়ে কভু দেখে না, দেখিলে হয় বিমুখী।

দেখা হলে নাহি দেখে, তবু তারে আমি দেখি ॥
লজ্জায় অথবা ত্রাসে, (৩৪৮)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

এত কেন অভিমান, তবু কর অপমান।
প্রণয়ে এই কি প্রিয়ে, হইল তব বিধান ॥
যত করি অনুরাগ, তাহাতে দেখি বিরাগ,
মম সোহাগে বিরাগ, দ্বিভাব হে অনুমান ॥ (৩৪৯)

রাগিণী সিন্ধু বারোঞা। তাল আদ্ধা কওয়ালি।

প্রিয়া সদা অসন্তোষি, মন দুঃখে তবু তুষি।
কহিতে কি পারে তারে, মনে করি আমি দুষী ॥
তার জন্যে সব সই, বলে না সে কটু বৈ,
তবু তার হয়ে রৈ, প্রাণে এত ভাল বাসি ॥ (৩৫০)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

এত অপমান করে, তবু তারে ভাল বাসি।
বাক্যে রোষে কটু ভাষে, তথাচ তাহারে তুষি ॥
যার জন্যে ছাড়ি দেশ, সেই দেখি করে দ্বেষ,
এই হলো অবশেষ, দুই কুলে হই দুষি ॥ (৩৫১)

রাগিণী মুলতানি বারোঞা। তাল ঠুংরি আদ্ধা।

হে প্রিয়ে কর করুণা, বৃথায় মান করোনা ॥
ক্রোধ ভরে হে প্রেয়সি, ক্রোধ অসি ধরো না।
যেই তব অনুগত, তাহার প্রতি রাগত,
প্রণয়ের অভ্যাগত, সেজনে প্রাণে মেরোনা ॥ (৩৫২)

রাগিণী ঐ। তাল আদ্ধা কওয়ালি।

মোহিনী মন মোহিয়ে আর নাহি এলো কহিয়ে ॥
মন বেদনা সহিয়ে, যামিনী গত জাগিয়ে।

ত্যজিয়ে সকল সুখ, যার জন্যে পাই দুখ,
দেখে না দেখায় মুখ. এদুখে মরি ভাবিয়ে ॥ (৩৫৩)

রাগিণী। তাল।

নিষ্কপট প্রেম কঁহা পাইয়ে।
এ সংসার ঢুণ্ডকো আইয়ে ॥ (৩৫৪)

রাগিণী। তাল।

কটু কহে বাক্যে দহে, তবু রুষ্ট হই না।
অপমান কত করে সহি, কিন্তু কিছু কৈ না ॥ (৩৫৫)

রাগিণী। তাল।

ভাল আশে, বল কে ভাল বাসে,
বল কে ভাল বাসে।
ভাল না লাগিলে, সকলে রোষে,
দেখ সকলে রোষে।
আপন গরজে তোষে,
গরজে তোষে ॥ (৩৫৬)

রাগিণী। তাল।

নিষ্কপট প্রেম জঁহা মিলিয়ে।
জগ ঢুণ্ড ওহাঁ চলিয়ে। (৩৫৭)

সম্পূর্ণ।

অথ হরি গান।

রাগিণী পরজ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেশব এ সব তব, কেমন চাতুরী।
ব্রজাঙ্গনার অঙ্গে রঙ্গ, কেন দাও হে বংশিধারি॥
গোবিন্দ গোপনে ছিলে, বাঁকা বেশে দেখা দিলে,
এমন করে ছলে বলে, খেলনা খেলনা হরি।
জানিলে এমন হবে, যমুনায় কি আসি তবে,
প্রণতি করি মাধবে, কুলনারী লাজে মরি॥ (১)

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল ঐ।

কি হেরি আমরি মরি, রূপের মাধুরী।
সজল জলদে যেমন, চপলা মঞ্জরী॥
যুগল রূপের প্রভা, কোটিচন্দ্র জিনি আভা,
ব্রজনারীর মনোলোভা, কিশোর কিশোরী।
সতত বাসনা মনে, এ রূপ হেরি নয়নে,
রাধাকৃষ্ণ একাসনে, বেষ্টিত গোকুল নারী॥
চন্দ্রের মানস হারী, অপরূপ বংশিধারী,
শ্রীরাধা রূপ লহরী, বর্ণিতে না পারি॥ (২)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল ঐ।

চল বৃন্দে বৃন্দাবনে, নব কেশর কাননে।
খেলিবেন শ্রীহরি হরি, প্যারি সঙ্গে সঙ্গোপনে॥
কুম্‌কুম্‌ নব কস্তুরী, অগুরু কুসুম বারি,
লয়ে খেলি গিয়ে হরি, কিশোর কিশোরী সনে॥ (৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কর একি রঙ্গ ওহে ত্রিভঙ্গ, শ্যাম্ গুণমণি।
গুরু জন জনরবে, ব্রজে কবে কলঙ্কিণী॥
যমুনায় লইতে বারি, এসেছি হে গিরিধারি,
বিলম্ব করিতে নারি, কুল নারী একাকিনী॥ (৪)

রাগিণী বাহার। তাল ঐ।

কি ভাবে ভাবিত রাধে, কি বাধা তব গমনে।
স্বভাবে সবে সাধিব, তব সাধ প্রাণপণে॥
সংসার স্বভাব চির, স্বভাবে স্বভাব স্থির,
তব ভাবে সে অস্থির, তবে কেন ভাব মনে।
যে জন মনের মন, মন করে আকর্ষণ,
মিলন পথ সৃজন, করিবে সে নিজ গুণে॥ (৫)

রাগিণী পরজ। তাল ঐ।

কেশব কেশর অঙ্গে, দিওনা দিওনা।
দেখিলে হে গুরুজন, করিবে লাঞ্ছনা॥
গোকুল কুল ললনা, বারি লইতে যমুনা,
এসেছি হে কালসোণা, সময় বুঝ না।
খেলিতে বাসনা হরি, মনে যদি হয় হরি,
সময় নির্ব্বন্ধ করি, পূরিবে কামনা॥ (৬)

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল ঐ।

কি হবে হে কাল বিধু, পেয়েছি আজ নিধুবনে।
কেমনে হইবে জয়ী, গোবিন্দ গোপিকাগণে॥
কোথা সঙ্গিগণ শ্যাম, শ্রীদাম সুদাম্ বসুদাম,
কি উপায় পরিণাম, করিতেছ মনে মনে।
আবির কেশর করে, ঘেরে গোপিকা নিকরে,

কাল অঙ্গ রঙ্গ করে, সাজাব বংশী-বদনে ॥ (৭)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল জৎ।

এ কেমন হরি খেলা শ্যাম।
পাইয়ে পরেরি বালা, তাহে অবলা।
রঙ্গ দিওনা রঙ্গ করনা, কুটিলে দিবে গঞ্জনা,
পরিহার করি, পরিহর হরি,
হরি হরি একি জ্বালা ॥ (৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

মিলিয়ে গোপনারী, তোমার সহিত হরি, খেলাব হরি।
জিনিব তোমারে, সব সখী ঘেরে, কুম্‌কুম্‌ পিচ্‌কারি মারি ॥
হারাইব কালা, করি নানা ছলা, ভাঙ্গিব হে চাতুরী ॥ (৯)

রাগিণী পিলু। তাল ঐ।

এসো গো কে যাবে হরি খেলিতে, কেশব সনে।
কুঙ্কুম আবির লয়ে, চল নিকুঞ্জ কাননে ॥
শ্রীঅঙ্গে আবির দিব, মন সাধ পুরাইব,
সকলে মেলি খেলিব, হারাব নন্দ নন্দনে।
বামে দিয়ে শ্রীমতীরে, নয়ন জুড়াব হেরে,
করতালি দিব ঘেরে, মিলে সব সখীগণে ॥ (১০)

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল ঐ।

আজ হে হারাব কেশব হরিতে, ' প্রাণ হরিতে গ।
সবে মেলি খেলাইব, না পারিবে জিনিতে ॥
কেশর কুম্‌কুম্‌ লব, সকলে ঘেরি মারিব,
তিলেক না ক্ষান্ত দিব, না পারিবে পলাতে।
খেলাব সময়ে হরি, নিত্য কর হে চাতুরী,
সে চাতুরী ওহে হরি, ঘুচাব সব গোপীতে ॥

পেয়েছি নির্জ্জনে দেখা, কোথা যাবে প্রিয় সখা,
চন্দ্রাবলীর মন রাখা, হবে না রজনীতে ॥ (১১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

'আহা মরি' কি কেশবে শুভোদয় 'শোভা কিবা হয় গ
বামে রাই মোহিনী রূপে, ত্রিভঙ্গে শ্রীঅঙ্গে রয় ॥
শ্যামরূপ নবঘন, প্যারী সৌদামিনী যেন,
কিবা যুগল দর্শন, কোটি চন্দ্র পরাজয়।
কুঙ্কুম শ্রীঅঙ্গোপরি, প্রহারে গোকুল নারী,
বলে সবে হরি হরি, অতিশয় সুখোদয় ॥
নবীন নীল কমলে, সিঞ্চিয়ে আবির জলে,
চুম্বে চন্দ্রমুখ ছলে, যাবত গোপিকা চয় ॥ (১২)

রাগিণী ঝিঁঝুটি। তাল বিমাভেতালা।

চল চল গো বৃন্দে, সানন্দে গো।
খেলিব নিকুঞ্জে হরি, লয়ে শ্রীগোবিন্দে ॥
বংশীবদন শ্যাম, ধরিয়ে শ্রীরাধা নাম,
বংশীধ্বনি অবিরাম, শুন গো সখি বৃন্দে।
বেণু-ধ্বনি শুনি শুনি, অধৈর্য্য প্রাণ সজনী,
একা কুঞ্জে গুনমণি, কি করে কুল নিন্দে ॥
বিলম্ব না সহে মনে, হেরি মদনমোহনে,
কুল অগ্র গমনে, হেরি পদারবিন্দে ॥ (১৩)

রাগিণী পিলু। তাল জৎ।

শ্রীহরি খেলিব হরি, আমরা গোপী সকলে।
আবির কেশর দিব, শ্রীচরণ যুগলে ॥
প্রফুল্লিত মনে, সঙ্গোপনে প্রাণপণে,
সাজাইব শ্যামধনে, নিরখিব বিরলে।

হরি ফুরাইলে হরি, ভুল না হে ব্রজনারী,
দেখ মনে রেখ হরি, থেক হৃদিকমলে ॥ (১৪)

রাগিণী লুম। তাল ছবকী।

চল নন্দমন্দিরে, অতি ত্বরা করে।
লাবণ্য শ্রবণে তার, প্রাণ কেমন করে ॥
আজি যমুনারি কুলে, ইচ্ছা নাহি যাই জলে,
বাসনা হেরি গোপালে, কেবল্ অন্তরে।
এসো গো গোপিকাগণ, বিলম্ব নাহি কারণ,
হেরিতে নন্দ নন্দন, এসো সত্বরে ॥ (১৫)

রাগিণী ঐ। তাল একতালা।

ছিছি কেশব হে, এমন করে খেলনা হরি।
পরিহর নটবর, চরণে ধরি ॥
অঙ্গে দেও আবির বারি, পাইয়ে পরের নারী,
বলে ধরি খেল হরি, এ কেমন হরি।
তব সঙ্গে হরি খেলে, কলঙ্কিনী হব কুলে,
আর না আসিব জলে, যাবত হরি ॥ (১৬)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কিবা সেজেছে কেশবে, আহা মরি আহা মরি।
নবীন জলদে যেমন, চপলা মঞ্জরী ॥
শ্যামের বামে রাই কিশোরী, যুগল রূপ মাধুরী,
মনে হয় সতত হেরি, রূপ লাবণ্য লহরী।
শ্যাম অতি উজ্জ্বল, প্যারী তায় সেজেছে ভাল,
নিকুঞ্জ প্রোজ্জ্বলহলো, দেখদেখ সহচরী ॥ (১৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চল চল গো ললিতে, নিকুঞ্জে খেলিতে হরি।

বংশীধর বংশীরবে, গৃহে না রহিতে পারি ॥
কেমন বংশীর গুণ, হরে নিলে প্রাণ মন,
না হয় ধৈর্য্য ধারণ, শুনে মুরারি মুরারি।
মন হৈল উচাটন, বিলম্বে কি প্রয়োজন,
নিরখিব প্রিয়জন, বিপিনে বিপিনবিহারী ॥ (১৮)

রাগিণী নট-মল্লার। তাল তিওট।

চল চল বৃন্দাবনে, খেলিতে শ্রীহরি সনে, হরি গোপনে।
কান্ত শ্রীকান্ত, উদয় দিনকান্ত, কেন গো ধ্বান্ত রাখ মনে ॥
শান্ত কর গো রাধে, নীলকান্ত ধনে।
পর নিতম্বে, বসন অবিলম্বে, বল কি ফল আছে বিলম্বে,
চঞ্চল হলো গোপিকাগণে ॥ (১৯)

রাগিণী ঝিঁঝুটি। তাল জৎ।

কেমনে জিনিবে ওহে শ্যাম, এ হরি প্যারীর সনে।
এসেছি প্রতিজ্ঞা করি, হারাইব সযতনে ॥
প্রতি দিন জয় করি, বিজয়ী হইতে হরি,
যাইবে হারিবে হরি, গতমাত্র সদনে।
বনদেব বনমালী, বনে তব ঠাকুরালি,
ঘুচাইব নাগরালী, পেয়েছি আজ্ অঙ্গনে ॥ (২০)

রাগিণী বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

কে গো কে মনচোরা, বাজায় মোহন বাঁশরী।
শুনিয়ে বংশীর ধ্বনি, গৃহে কি রহিতে পারি ॥
নিকুঞ্জ কাননে চল, বিলম্বে কি ফল বল,
হেরিলে চিকন কাল, শ্রীঅঙ্গ সঙ্গে কিশোরী।
হরি খেলিবারে হরি, ডাকিছেন ব্রজনারী,
চল সবে ত্বরা করি, হেরি যুগল মাধুরী ॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ঐ গো ঐ বাজায় বাঁশী, কেশব শ্রীরাধা বলিয়ে।
হলো মন উচাটন, চল হরি হেরি গিয়ে॥
কদম্বেরি তলে কালা, করিতেছে কত ছলা,
মজাইতে কুলবালা, মোহন মুরলি লয়ে।
নিকুঞ্জে নির্জ্জনে হরি, খেলিবারে আশে হরি,
বংশীতে সঙ্কেত করি, চন্দ্র কহে বিধি দিয়ে॥ (২২)

রাগিণী পিলু। তাল জং।

কি রঙ্গ কর ত্রিভঙ্গ, পথে বংশীধারী।
ছেড়ে দেও খেলা নিবারি, আনিগে যমুনার বারি॥
ধরোনা বসনাঞ্চলে, দিওনা রঙ্গ কৌশলে,
ভর্ৎসিবে কত কুটিলে, ভয় হয় ভারি।
দিবসে এমন করি, কেমনে খেলিব হরি,
নিশিযোগে একযোগে, রব সব নারী॥ (২৩)

রাগিণী মালকোষ বেহার। তাল ঐ।

সাজ গো ত্বরায় গোপীগণে, নন্দ নন্দনে হেরিতে নয়নে।
চল চল বেলা হলো, বিলম্ব কি কারণে॥
খেলিবে হরি ব্রজনারী, নব নিকুঞ্জ বনে।
লইয়ে আবীর হও বাহির আসনে॥
মনো ব্যস্ত নহে সুস্থ, তিলেক ভবনে।
সফল হবে কেশব দরশনে,
ধন্য হব আবির দিব, কমল নয়ন চরণে॥ (২৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

হের গো গোপিকা নন্দকুমারে,
ললিত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ সেজেছে আবিরে।

নীলকান্ত জিতকান্ত, অঙ্গের বরণ রে।
কৃষ্ণচন্দ্র মুখচন্দ্র, জিনি চন্দ্র কিরণ রে ॥
শ্বেতপদ্ম গর্ব্ব খর্ব্ব, নেত্রপদ্ম দ্বয় রে।
অধীর অধর হেরি, পক্কবিম্ব হয় রে ॥
কিবা ভাল সাজে ভাল, অলকা মণ্ডলে রে।
কুণ্ডল হয় উজ্জ্বল, শ্রবণ কুন্তলে রে ॥
তিলফুল সবিকল, নাসিকা না সহে রে।
মদনের শরাসন, ভ্রূ সমান নহে রে ॥
কমল মৃণাল জয়ী, কি যুগলকর রে।
সুবিশাল বক্ষস্থল, কিবা শোভা কর রে ॥
নাভি সরোবর অতি, গভীর তর রে।
কদলির তরুপর, উরু শোভাকর রে ॥
ভিন্ন ভিন্ন পাদ চিহ্ন, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ রে।
শশি আভা জিনি প্রভা, নখর প্রকাশ রে ॥
ধন্য ধন্য বিশ্ব মান্য, ব্রজের অঙ্গনা রে।
গোলোক শূন্য করি তূর্ণ, অবতীর্ণ মনা রে ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় যারে রে।
সেই হরি খেলেন হরি, নিকুঞ্জ মাজারে রে ॥
কষ্ট হারি কৃষ্ণচন্দ্র, নামে পাপ ত্যজ রে।
মন ভ্রান্তে দিবসান্তে, রাধাকান্তে ভজ রে ॥ (২৫)

রাগিণী ঝিঝুটি। তাল ধিমাতেতালা।

শুন শুন বংশীর ধ্বনি চল চল রাই,
না কর বিরাম শ্যাম, প্রেমময়ি প্রমোদিনী।
যদি পর পক্ষে জানে, বাধা হইবে গমনে,
বিফল বিলম্বে বনে, চল বিনোদিনী ॥

করি উভয়ে মিলন, হবে যুগল দর্শন,
জুড়াবে নয়ন মন, প্রাণ কমলিনী ॥ (২৬)

রাগিণী ঝিঝুটি। তাল ধিমাতেতালা।

চল চল চল গো প্যারি, খেলিতে হরি।
নির্জ্জনে নিকুঞ্জবনে, একা বাঁকা বংশিধারী ॥
রজনী অতি গভীরা, সঙ্গিনীগণ অস্থিরা,
আবির লয়ে সত্বরা, ভেটি গিয়ে মুরারি ॥ (২৭)

রাগিণী সিন্ধোড়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

যদি খেলিবে হে হরি, নিকুঞ্জ কাননে চল চল শ্রীহরি।
পথ মাঝে ইকি জ্বালা, ঘটাও হে ত্রিভঙ্গ কালা,
কুলবালা সরলা, কলঙ্কে ভয় করি ॥ (২৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

একি কর ওহে ত্রিভঙ্গ,
মরি লাজে পথ মাঝে, কেমন রঙ্গ।
কুটিলে দেখিলে পরে, অনর্থ ঘটিবে পরে,
জ্বালা হবে ঘরে পরে, ছাড় হে সঙ্গ ॥
গোপনে গোপন স্থানে, যাব সব গোপীগণে,
হবে নিশি আগমনে, রস প্রসঙ্গ ॥ (২৯)

রাগিণী সিন্ধোড়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

চল সবে বৃন্দাবনে যাই।
শ্যামাঙ্গে আবির দিয়ে, মানস পূরাই ॥
রজনী গভীরা হলো, বিলম্বে কি ফল বল,
ত্বরা করি চল চল, লয়ে রসময়ী রাই ॥ (৩০)

রাগিণী কাফি। তাল ধিমাতেতালা।

হরি খেলেন রাধা, হরি সনে।

গোপনে গহনে, লইয়ে গোপীগণে।
রঙ্গিণী রঙ্গারামে, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠামে,
বিরাজে বিনোদ বামে, প্রফুল্ল পদ্মাননে॥
শ্যামসোহাগে সোহাগিনী, সঙ্গিনী স্ফুরে হরি হরি ধ্বনি,
উল্লাসিত মনে॥ (৩১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

শুনি বংশির ধ্বনি চলে ধনী,
প্রিয়ে অনুরাগে সোহাগে সোহাগিনী।
প্রেমময়ি প্রেম-ভরে, প্রিয় অনুসারে,
চঞ্চল অন্তরে, চঞ্চল গামিনী॥
ধীর সমীরে গভীরা রজনী,
সঙ্গিনী বর্জ্জিতা সুধাংশু বদনী॥ (৩২)

রাগিণী আড়ানা বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

চল গো নিকুঞ্জ বনে, খেলি গিয়ে রঙ্গে।
কুসুম কুম্‌কুম বারি, লহ প্যারি সঙ্গে॥
অনুপ মিলন হবে, মন প্রাণ জুড়াইবে,
আঁখির আন্ধার দূরে যাবে, হেরিলে ত্রিভঙ্গে।
নিবেদি রাধে চরণে, বাধা না হবে গমনে,
মিলিবে মাধব সনে, মধুর প্রসঙ্গে॥ (৩৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

শ্যাম ভাব কেন ভাব, মিলাব বিপিনে।
কি ভয় কুলকামিনী, যামিনী গমনে॥
ত্যজ ত্যজ নিরানন্দ, হৃদয় হবে সানন্দ,
শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ, হেরিব নয়নে।
ধন্যে মান্যে রাজকন্যে, উতলা এত কি জন্যে,

শ্যাম আসিবেন অরণ্যে, নিশি আগমনে ॥ (৩৪)

রাগিণী বাহার ভীমপলাসি। তাল জলদ্‌তেতালা।

চল রাধে বিনোদিনি, কৃষ্ণ প্রেমে প্রমোদিনি।
বাঞ্ছিত বঞ্চিব অহোরাত্র, সহ চক্রপাণি ॥
বিপক্ষে করিতে লক্ষ, গমনে না হবে সখ্য,
না পাইবে নলিনাক্ষ, বিফলে যাবে যামিনী ॥ (৩৫)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কি অভাবে ভাব রাধে, মাধব ভাব ভাবিনি।
দিনান্তে কমলাকান্তে, মিলাইব কমলিনি ॥
শ্রীগোবিন্দ আগমনে, সানন্দ হইবে মনে,
নিশিযোগে বৃন্দাবনে, বৃন্দাবন বিলাসিনি ॥ (৩৬)

রাগিণী আড়ানা! তাল ঐ।

কিশোর কিশোরী খেলেন হরি,
আহা মরি মরি, হেরি কি আনন্দ লহরি।
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী, রসিক রসমঞ্জরী,
অনুপ রূপ মাধুরি, জন মনোহরি ॥
মনমোহনমোহিনী, হরিহরিবিলাসিনী,
প্রেমময় প্রমোদিনী, চতুরা চাতুরী।
কমলাক্ষ কমলিনী, মোক্ষদ মোক্ষদায়িনী,
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণমোহিনী, ত্রাহি কৃপা করি ॥ (৩৭)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

কেশবের বামে শোভে, প্যারী আহা মরি মরি।
মেঘে যেমন সৌদামিনী, আহা মরি ॥
কালাচাঁদ নীলমণি, প্যারী তেমনি হেমবরণী,
চাঁদবদন চাঁদবদনী, আহা মরি মরি।

চারি দিকে সখী ঘেরি, মধ্যে কিশোর কিশোরী,
ভক্ত জন মনোহারী, আহা মরি মরি ॥ (৩৮)

রাগিণী মুলতানী। তাল ঐ।

আবির অঙ্গে কিবা সাজে, কেশব বলিহারি যাই।
নবঘনে সৌদামিনী, শোভা বলিহারি যাই ॥
শিখি চূড়া শিরোপরে, মোহন মুরলি করে,
গুঞ্জমালা গলে ধরে, আহা বলিহারি যাই।
নীলকান্ত জিনি বর্ণ, চরণে নূপুর ধনা,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রূপের বলিহারি যাই ॥
শ্রবণ সাজে কুণ্ডলে, অলকা মণ্ডল ভালে,
পীতাম্বর কটিস্থলে, শোভা বলিহারি যাই।
চতুষ্পার্শ্বে সখীগণ, মধ্যে মদনমোহন,
কিবা মধুর দর্শন, সদা বলিহারি যাই ॥ (৩৯)

রাগিণী ঐ। তাল জলদ্‌তেতালা।

আহা মরি দেখ দেখ, কেশব নীলকান্ত মণি।
বামে বৃষভানু-সুতা, শোভা জিনি সুভঙ্গিনী ॥
কিশোর লইয়ে সঙ্গে, কিশোর খেলেন রঙ্গে,
আবির শোভিছে অঙ্গে, মেঘে যেমন সৌদামিনী।
ওরূপ রূপ অসীম, সকল রূপ গরিম,
অখিলের মনোরম, যুগল রূপের শ্রেণী। (৪০)

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল ঐ।

খেলিছে রাধিকা সঙ্গে, রাধাকান্ত রসরঙ্গে।
আবির কুম্‌কুম, বরিষে উভয় অঙ্গে ॥
ক্ষণেক বা তালি দেয়, ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়,
ক্ষণেক বংশি বাজায়, ভাসিছে সুখ তরঙ্গে।

কভু ক্রীড়া পরিশ্রমে, কমল কিশোরী বামে,
বিরাজে নিকুঞ্জ ধামে, রস আলাপ প্রসঙ্গে ॥ (৪১)

রাগিণী বাহার। তাল ঐ।

যেন আসিতেছে প্রাণ মম কৃষ্ণধন, আহ্লাদিত মন।
আগমনলক্ষণ, প্রকাশিছে বিলক্ষণ,
বুঝি হয় শুভক্ষণ, নাচিছে বাম নয়ন ॥
যাও যাও ওগো বৃন্দে, আন গিয়ে শ্রীগোবিন্দে,
হেরিব পদারবিন্দে, আবির করি অর্পণ ॥ (৪২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কেন হইলে উতলা, বল ওগো রাজবালা,
চঞ্চলা সম চঞ্চলা।
ত্যজ ত্যজ মন দ্বিধা, কভু না হইবে বাধা,
কৃষ্ণ আনিবারে রাধা, সবে আসি অনুকুলা ॥
প্রেমবশে সেই পদ, হইল তব সম্পদ,
জগত দুর্লভ পদ, যে পদ সেবে কমলা ॥ (৪৩)

রাগিণী পরজ। তাল ঐ।

সঙ্কেত পাইয়ে রাধা, চলিল সঙ্কেত স্থানে।
ত্বরান্বিতা সশঙ্কিতা, সচকিতা সঙ্গোপনে ॥
সংসারসারানুরাগী, সঙ্কল্পা শ্যাম সোহাগী,
সঙ্গিনী সঙ্গম ত্যাগী, সংজ্ঞাহীনা হরি ধ্যানে ॥ (৪৪)

রাগিণী ঐ। তাল কওয়ালি।

এ কেমন খেলা খেল ওহে শ্যাম গুণধাম শ্রীহরি।
ছাড় ছাড় একে কুটিলে, অতি কুটিলে,
হবে দেখিলে কলঙ্ক কুলে, গোকুলে হে মুরারি ॥
আমরা গোকুলের কুলবতী, গৌরব সৌরভ অতি,

সতত অখ্যাতি, প্রতি করি ভয়,
কর ইকি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ, কুলবতীর কুল ভঙ্গ,
কমল কহে সাঙ্গোপাঙ্গ, ত্যজ হে ক্ষমা করি ॥ (৪৫)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল জৎ।

ছি ছি হারিলে হে হরি,
সহিতে গোপের নারী, লাজে মরি মরি।
চুড়া বাঁশরি দেহ মুরারি, তোমারে সাজাব মুরারি,
তব সাজ লয়ে, শ্রীমতীরে দিয়ে,
সাজাব বংশিধারী ॥ (৪৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

নিকুঞ্জবনে হরি খেলিবেন, আজু শ্রীহরি লয়ে ব্রজনারী।
কুসুম রঙ্গে সাজাব ত্রিভঙ্গে, মারিব কুমকুম ঘেরি ॥
হারাবো নটবরে, জিতাইব শ্রীরাধারে,
চল সখি ত্বরা করি ॥ (৪৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চল চল শ্রীরাধা গো, সাধে খেলিতে হরি,
শ্যামধন সনে।
গৃহ কাজ ত্যজ, সাজ সাজ সাজ,
ব্যাজ না সহে এ প্রাণে ॥
কি কারণে অকারণে, রহ ভবনে,
মন দেহ গমনে ॥ (৪৮)

রাগিণী ঐ। তাল জলদ্‌তেতালা।

চলে রঙ্গে রঙ্গিণী, ত্রিভঙ্গে হেরিতে সঙ্গে, লয়ে সঙ্গিনী।
রাজবালা কুলবালা, নাহি জানে প্রেম জ্বালা,

চঞ্চলা চঞ্চলা ধনী, কোন ক্রমে মনভ্রমে অন্য নাহি ধ্বনি,
কোথায় চক্রপাণি ॥ (৪৯)

রাগিণী পিলু। তাল জৎ।

হরি খেলিবেন আজ শ্রীহরি,
চল নিকুঞ্জবনে কিশোরি।
রঙ্গ দিয়ে অঙ্গে, সাজাব মনোরঙ্গে,
মধ্যে রাখি ত্রিভঙ্গে, সব সখী ঘেরি ॥
মনোসাধ পুরাইব, যুগল অঙ্গে আবির দিব,
যুগল আঁখি জুড়াইব, যুগল রূপ হেরি ॥ (৫০)

রাগিণী লুমগারা। তাল ঐ।

কিশোরি বাজে বাঁশরি, নিকুঞ্জবনে।
কেন আর ব্যাজ, ত্যজ গৃহ কাজ,
সাজ কৃষ্ণ মিলনে ॥ (৫১)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ওগো ধনি বংশির ধ্বনি, ঐ শ্রবণে শুনি।
শুন গো বিধুবদনি, আসিছে শ্যাম গুণমণি,
চল গো রাজ-নন্দিনী ॥ (৫২)

রাগিণী লুমগারা বেহাগ। তাল জৎ।

কি বাধা আছে গো রাধা, শ্রীকৃষ্ণ মিলনে।
অন্তে কমলিনী নাথে, সুস্থে কমলিনী নাথে,
ভেটিব বিপিনে ॥ (৫৩)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

আহ্লাদিনি কৃষ্ণ ভাবিনি, কি ভাবে ভাবিনি।
ভাবিকে যাহার ভাবে, সে ভাবুক তব ভাবে,
ইথে কি ভাব ধনি ॥ (৫৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ঐ বাঁশরি বাজায় গো, প্যারি নন্দকুমার।
মধুর বংশির ধ্বনি, করে শ্যাম সঙ্কেত ধ্বনি,
বিলম্ব নহে আর॥ (৫৫)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ। তাল জৎ।

প্রেমভরে প্রেমময়ী কিশোরী,
চলে বেশ বাস বাস ত্রাস পাসরি।
এই ধ্বনি করে ধ্বনি, কোথা নীলকান্ত মণি,
কোথা গেলে পাব শ্রীহরি॥
স্বয়ং মত্তা সকলে, উন্মত্তা করি বলে,
হরি হরি হো হো হরি॥ (৫৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চলে কুঞ্জে কুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধা,
সহ সখি কুঞ্জে কৃষ্ণ প্রেমদা।
সঙ্কেত স্থানে ধনী, শুনি এ সঙ্কেত ধ্বনি,
চপলা সম চপলা, গঞ্জনা লাঞ্ছনা, কিছু মানে না,
বাধা দিলে নাহি মানে বাধা॥ (৫৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

গো রাধে চল বিপিনে, সঙ্কেত স্থানে।
তব আশে হরি, খেলাইতে হরি,
আগমন নির্জ্জনে॥ (৫৮)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

গোপনে চল গহনে, গোপিকাগণে।
পুরী পরিহরি, খেলাইতে হরি,
চল চল নির্জ্জনে॥ (৫৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ঐ বাজে বাজে মুরলি, সঙ্কেত স্থানে।
সঙ্কেত ধ্বনি ধনী, শুন রঙ্গিণী, চল গো সঙ্গোপনে ॥ (৬০)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেমনে গোপীগণে, মধুর মধুবনে।
যাবে হরি জিনে তা. বুঝিব এক্ষণে ॥
রঙ্গিণী রসমঞ্জরী, সঙ্গে শত সহচরী,
একা কি হে বংশিধারী, দেখি বিপিনে।
হারায়ে তোমারে শ্যাম, পুরাইব মনস্কাম,
রাখিব রাধা গরিম, সবে যতনে ॥ (৬১)

রাগিণী ঐ। তাল রূপকি।

চল গো যাই আজু, খেলিতে হরি।
কুমকুম গোলা লা, লহো লহ পিচকারি ॥
কুসুম কেসর, আবির লহ করে করি ॥ (৬২)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

শ্রীবৃন্দাবনে আজ, কিবা শোভা হেরি।
কুমকুম আবির লয়ে, সব সখী ঘেরি ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, কিশোর কিশোরী।
মৃদঙ্গ করতাল বীণা, সবে হাতে করি ॥
হরিতে উন্মত্তা হয়ে, বলে হরি ॥ (৬৩)

রাগিণী খাম্বাজ বেহাগ। তাল ধিমাতেতালা।

কর সখি বাসক সজ্জা, যতনে গোপীগণে।
আসিবেন কালশশী, নিশি আগমনে ॥
নবীন নবীন পল্লবোপরি, নব নলিন বিস্তারি,
মলয়জ কস্তুরী, রাখ স্থানে স্থানে।

চামর করে করি, রহ সব সহচরী,
ভাবে কমলকুমারী, হরি তোষণে ॥ (৬৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

প্রেমময়ী কৈ তব, কৈ তব শ্যাম।
নিকুঞ্জ ধাম শূন্য দেখি, সুধামুখি বিনে কৃষ্ণ গুণধাম ॥
বাসক প্রস্তুত সব, নাহি আইল কেশব,
কি ভাবে এ ভাব, ভাবি অবিশ্রাম।
লম্পট নটবর, কপট তব কিশোর,
অপসর সত্বর, না কর বিরাম ॥ (৬৫)

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী। তাল একতালা।

যাব না সখি আর, যমুনা পুলিনে।
হেরিলে হরিবে মন, কটাক্ষবাণে ॥
বারি আনা হয় ভার, দেখিলে মাধুরী তাঁর,
অন্তর না হয় অন্তর, হেরিলে নয়নে।
মজাতে কুলরমণী, করিতেছে বংশীধ্বনি,
কি জানি সে গুণমণির, কি আছে মনে ॥ (৬৬)

রাগিণী সর্‌ফরদা। তাল্‌ জলদ্‌তেতালা।

কেশব দেখিব তোমায় আজু, হরি খেলাইতে।
খেলিব হারাব শ্যাম, জিনিব অশেষ মতে ॥
পেয়েছি নিকুঞ্জবনে, খেল্‌বো হরি প্রাণপণে,
জিনিবে হরি কেমনে, গোপিকাগণ সহিতে।
চল হে রঙ্গিম রঙ্গে, কেশবে সাজাব অঙ্গে,
দেখিব ত্রিভঙ্গ রঙ্গে, উচিতে মানস চিতে ॥ (৬৭)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ইকি শোভা মনোলোভা, দেখ কিশোর কিশোরী।

নটবর জলধর, নব সৌদামিনী প্যারী ॥
কালাচাঁদ কালশশী, রাই তাহে সুবর্ণ শশী,
অপরূপ রূপ রাশি, হেরিব নয়ন ভরি।
নীলকান্ত নীলকান্ত, চন্দ্রমুখী চন্দ্রকান্ত,
নিবারে মানস ধ্বান্ত, যুগল রূপ হেরি হেরি ॥ (৬৮)

রাগিণী পিলু। তাল জৎ।

আজি জিনিবে চাঁর, হরি হে কেমনে।
একা দেখা দিলে বাঁকা, নিকুঞ্জ কাননে ॥
সব সখীগণ মেলি, হারাব হে বনমালী,
ঘুচাইব নাগরালী, ব্রজনারীগণে।
না ভাবিও গোপবালা, বুঝিব তোমারে কালা,
কেমনে করিবে ছলা, দেখিব নয়নে ॥ (৬৯)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

ছি ছি ছি কর কি একি, বাঁকা বংশীধারী।
দিওনা দিওনা অঙ্গে, কুঙ্কুম আবির বারি ॥
গুরু গঞ্জনার ভয়, সতত অন্তরে হয়,
কুটিলে কুবাক্য কয়, তাহে ভয় ভারি।
একে কলঙ্কিনী বলে, তাহে অঙ্গে আবির দিলে,
কেমনে যাব গোকুলে, ওহে গিরিধারী ॥ (৭০)

রাগিণী পরজ কালেঙ্গড়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

এ কেমন হরি খেলা হরি, অবলারি সনে।
নামমাত্র দয়াময়, দয়া নাহি তোমার মনে ॥
একে আমরা কুলবালা, নাহি জানি হরি খেলা,
তাহে তুমি কর ছলা, পাইয়ে অবলাগণে।
খেলনা এমন হরি, লইয়ে পরের নারী,

মাধব মিনতি করি, ধরি হে তব চরণে ॥ (৭১)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল ঐ।

কেশব খেলিছেন হরি, বৃষভানু সুতা সঙ্গে।
দিতেছেন কেশরাবির, উভয়ে উভয় অঙ্গে ॥
কভু পরাজিত হরি, কখন কখন প্যারী,
মিলে সব সহচরী, নাচিতেছে নানা রঙ্গে।
কালাচাঁদে ঘেরি ঘেরি, কুম্‌কুম্‌ পিচকারি,
বাঞ্ছা সিদ্ধ করি, সাজায়ে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে ॥ (৭২)

রাগিণী পরজ। তাল কওয়ালি।

কিবা রূপ অপরূপ, রূপধাম কিশোর কিশোরী,
মরি মরি।
নব জলধর, শ্যাম নটবর, বামে বিরাজে কি সাজে তাহে,
নবীনা চপলা প্যারী ॥
মনে করি সদা হেরি, যুগল রূপ মাধুরী,
সহচরী ভববারি নিবারি।
কিবা শ্রীঅঙ্গ সুন্দর, আবির কি শোভা কর,
শোভাকর প্রভাকর, লজ্জিত হেরি হেরি ॥ (৭৩)

রাগিণী ঐ। তাল খিমাতেতালা।

রাধে চল নিকুঞ্জবনে, কেশব দরশনে।
এসেছেন শ্যাম গুণমণি, তোমার কারণে ॥
যেমন শ্যাম মনোরম, সুমধুর প্রিয়তম,
লয়ে কুঙ্কুম কুসুম, সাজাব গোপনে।
মনের আনন্দে সবে, ঘেরিয়ে প্রাণ কেশবে,
হরি হরি হরি রবে, খেলিব নির্জ্জনে ॥ (৭৪)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

দেখ যুগল রূপ নয়নে, নিকুঞ্জ নির্জ্জনে।
আহা মরি কি মাধুরী, উভয় দর্শনে॥
সুচিক্বণ কালাচাঁদে, কিবা শোভা প্যারীচাঁদে,
যেমন জলদ চাঁদে, শোভিত গগণে।
আবির ভূষিত অঙ্গে, কিশোরী সাজে বামাঙ্গে,
যেন নীলকান্ত সঙ্গে, চন্দ্রকান্ত সংমিলনে॥ (৭৫)

রাগিণী বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

দেখ গো কেশবে সখি, মরি মরি কিবা শোভা।
সৌদামিনী সম অঙ্গে, সাজে আবিরের আভা॥
শ্রীকৃষ্ণের বামে প্যারী, হেরিতে কিবা মাধুরী,
দেখ দেখ সহচরী, যুগল রূপের প্রভা।
সদা হয় এই মন, হেরি রূপ নিশি দিন,
ফিরে যেতে নাহি মন, কে এমন মনোলোভা॥ (৭৬)

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চল গো নিকুঞ্জে সখি, প্রাণ কেশবে লইয়ে।
খেলিব নির্জ্জনে হরি, মন সাধ পুরাইয়ে॥
আমরা শ্যামে না পারি, প্রতি দিন হরিতে হারি,
আজ্ গিয়া হারাব হরি, সকলে মিলিয়ে।
এক যোগে খেলাইব, নবীন ঘনে ঘেরিব,
অঙ্গে কুঙ্কুম্ মারিব, রঙ্গনীরে ডুবাইয়ে॥ (৭৭)

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

এ হরি থাকিতে রাধে, যেওনা যেওনা জলে।
সে কালা কুটিল আছে, কেলি কদম্বেরি তলে॥
তোমারে পাইলে রাধা, না মানিবে কোন বাধা,

আবির দিবে সর্ব্বদা, বনমালী বলে ছলে।
সহজে পেলে অবলা, কত ছলা করে কালা,
না ক্ষমিবে হরি খেলা, শ্রীরাধে তোমারে পেলে॥ (৭৮)

রাগিণী ইমন। তাল চৌতাল।

চল চল বৃন্দাবনে, হরি খেলিবার কারণে।
আবির লইয়ে যতনে॥
কুটিলে যেন না জানে, চল রাধে গোপনে,
বাধা না হয় গমনে, চল সাবধানে,
হৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ দরশনে।
যেরূপ সতত ধ্যানে, ভাবিতেছ মনে মনে,
তাঁরে দেখিবে নয়নে, নিকুঞ্জ কাননে,
ওগো রাধে নিবেদি চরণে॥ (৭৯)

রাগিণী ঐ। তাল ধুরপদ।

হরি খেলেন মুরারি, লইয়ে সব গোপনারী,
সখি দেখিতে কি মাধুরী।
চারি দিকে গোপী ঘেরি, মধ্যে বিরাজিত হরি,
বাম ভাগে লয়ে প্যারী, কুঞ্জবিহারী,
কিবা রূপ হেরি, আমরি মরি॥
কুম্‌কুম্ পিচকারী, নিক্ষেপণ শ্যামোপরি,
নিবারি নিবারি হরি, আবির বারি,
আভীরি দলিছে গিরিধারী॥ (৮০)

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

খেল হরি ওহে হরি, লয়ে প্রিয়া রাধা।
সঙ্গোপনে এসেছে রাই, নাহি হবে বাধা॥
ব্রজে কেহ নাহি জানে, এসেছি সবে গোপনে,

নির্জ্জনে নিকুঞ্জ বনে. এই তব রাধা সাধা ॥ (৮১)

রাগিণী ঝিঝুটি তাল পোস্তা।

আজ্‌কে যদি খেলবে হরি, তবে কাল্‌না হে।
ওহে এসেছি কাল্‌না হে ॥
হেমাঙ্গিনী রাধা রাণী, সে যে কাল না হে।
যার নামে কভু কার, ভয় কাল না হে ॥ (৮২)

রাগিণী পরজ। তাল কওয়ালি।

রাধে এই লও তোমার. প্রাণকান্তে।
ছেড় না ছেড় না প্যারী, শ্রীহরি একান্তে ॥
তোমার বিরহ জ্বালা, সদা জ্বলে যেন জ্বালা,
যত দিন হরি-জ্বলা, না হইবে থাক শান্তে ॥ (৮৩)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল যৎ।

সঙ্কুচিত কেন হব, সখি এ ত হরি ত।
পর নন গোকুলচন্দ্র, রাধার সেই হরি ত ॥
একে কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, তাহে মাখা ফাগচূর্ণ,
আহা কিবা শোভে বর্ণ, না পীত না হরিত ॥ (৮৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

আয়ো হোরি না আয়ো হরি. কহ সখি ক্যা করুঙ্গি।
বিরহা সহন ভার ভয়ো, কহ ক্যা কর দুখ তরুঙ্গ ॥
সৈঁয়াবিন কৈসে রহুঙ্গ. জোবিতে কিসুসে কহুঙ্গ,
পাত পাত বন ঢুঁঢ়োঙ্গি, জব না পাঁউ তব্‌তো মরুঙ্গি ॥ (৮৫)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল যৎ।

আজ বনে বনমালী, খেলিবে হরি হরি হে।
বংশী-বদন হোতে, লব বংশী হরি হে ॥
বিলম্বে কি ফল বল, লয়ে চল দল বল,

বুঝিব তোমার বল, করহ শ্রীহরি হে॥ (৮৬)

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

হরি যদি খেলিবে হরি, তবে হরি বল,
অবলা পাইয়ে কেন, কর হরি বল॥
হরি খেলিবারে সবে, এসেছি আমরা সবে,
এ রঙ্গ আর কে সবে, ওহে হরি বল॥ (৮৭)

রাগিণী লুম। তাল কওয়ালি।

বংশীবদন কেন, ধরেছ বংশী বদনে।
নারী বধ হেতু বুঝি, লয়েছ বংশী বদনে॥
যে সময়ে বংশী বাজে, তখনি হৃদয়ে বাজে,
তত না যাতনা বাজে, লাজ না থাকে বদনে॥ (৮৮)

রাগিণী বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

কালা তোমার নাম হেতু, বরণ হয়েছে কাল।
এতো কাল নহে কাল, কালোয় আঁধার করে আল॥
এ কাল অতি নির্ম্মল, কালতে করে উজ্জ্বল,
কাল যে নহে কজ্জ্বল, রাধিকার কাল ভাল॥ (৮৯)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল ঠুঙ্গরি।

ধীর সমীরে যমুনা তীরে, গতি কৃষ্ণ অভিসারে।
সঙ্গোপনে সঙ্কুচিত, গমন অতি ত্বরিত,
সুমধুর বাঁশরী ধ্বনি অনুসারে॥
অস্তাচল গত ভানু, বাজয়ে শ্রীকৃষ্ণ বেণু,
পুলকিত রাধা-তনু, অতি ভব সারে॥ (৯০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

গজগামিনী রাধে, হেম-বরণী।
সৌদামিনী রূপ জিনি, অনিন্দিতা চন্দ্রাননী॥

সলজ্জিতা সচকিতা, ভয়ান্বিতা উৎকণ্ঠিতা,
কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমান্বিতা, কৃষ্ণ প্রেম বিলাসিনী।
কৃষ্ণ মিলনে অধীরা, বন গমনে তৎপরা,
চঞ্চলা যেন অস্থিরা, গতি মতি চিন্তামণি॥ (৯১)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

গভীরা রজনী, সঙ্গিনী সহ ধনী।
চলে অনুরাগে, সোহাগে সোহাগিনী॥
ধীর সমীরে, গতি অভিসারে,
অস্থিরা অন্তরে. যেন পাগলিনী।
অন্য ভাব নহে ভ্রান্তে, ঐকান্তিক মন কান্তে,
গৃহ ত্যজি গতি প্রান্তে, রাধা সুধাংশু-বদনী॥ (৯২)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

কেন পর নারী ধর, এ কি ওহে বংশীধর।
ভয়ে হৃদি কম্প হয়, ভয়ে কাঁপে অধর॥
আমরা হই পর বালা, ছাড় ছাড় ওহে কালা,
কেন হে বাড়াও জ্বালা, এই লও বংশী ধর॥ (৯৩)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল যৎ।

কৃষ্ণ-বিরহে তাপিতা, ব্রজেশ্বরী রাধিকা।
মলিন বসন ধৃতা, ভাবিতা হরি সাধিকা॥
হেমাঙ্গী অতি সরলা, কৃশাঙ্গী অতি কোমলা,
কান্ত বিচ্ছেদ বিহ্বলা, সুকাতরা প্রেমাত্মিকা॥ (৯৪)

রাগিণী পরজ বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

শঙ্খাসুর নারী হরি, ছিল তব প্রিয়জন।
নতুবা তার নাম দিতে, বনে কিবা প্রয়োজন॥
রাধা-রূপ অপরূপ, বৃন্দা কি হবে তদ্রূপ,

সে ভাব বোঝা স্বরূপ, আমাদের অপ্রয়োজন ॥ (৯৫)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

চঞ্চল হইল মন, ঐ বংশীর রবে গো।
এ সময়ে স্থির হয়ে, গৃহে কে আর রবে গো ॥
বাজে বংশীবটে, বাজায় বংশীবটে,
ঐ সেই বংশী বটে, জানিলাম রবে গো ॥ (৯৬)

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল কওয়ালি।

নিশিতে হয়ে, নিশিনাথে সহায়িনী।
বিলাসিনী রাধা ধনী, চলিল ত্যজি সঙ্গিনী ॥
নিশির অর্দ্ধেক যামে, সুন্দর বৃন্দা আরামে,
দৃঢ় প্রেম ঘনশ্যামে, সুখধামে একাকিনী ॥ (৯৭)

রাগিণী সিন্ধু মুলতানী। তাল পোস্তা।

সাচ্চা নাম ফকৎ রহেগা, এক ওহি রহেগা।
যব্‌কে সোস্তাহ্ বাদ্ক্যাহোগা,
সোচ্ আত হ্যায় কুচ না রহেগা,
রহেগা এক ওহি রহেগা ॥
জেস জেস্‌মেকো এত নহি পেয়ার,
থাক হোয়েগা না রহেগা, রহেগা এক ওহি রহেগা।
এতুনিয়াঁ মে কর্ত্তেহো কেৎনাহি তামাঁ,
তব্ তামাঁ ক্যা হোগা যব্ দম না রহেগা,
রহেগা এক ওহি রহেগা ॥
দৌলৎ ও মোল্‌কো, মাল ও খাজ না ক্যাহোগা
নছাঁৎ যাগা নকুচ রহেগা, রহেগা এক ওহি রহেগা।
জমিন্ আসমান সেতারা ও মহতাব,

সোচ মহতাব আফতাব্ তক্ না রহেগা
রহেগা এক ওহি রহেগা ॥ (৯৮)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল পোস্তা।

ফিতড়প্তাহ্যায় মেরাউস্মাহরু, দেখা যবসে।
বেকরারি মেরে দেলমে হ্যায় নেহাইয়ৎ তব্সে ॥
মেরে এসহাল সে ইয়ারোঁ নোহ হ্যায় ওস্কো খবর।
মহরমে বাজ নেহিকোই কহে জাউসসে ॥
দেল লাগা নেকা মজা খুব্ নহিথা মালুম।
ক্যামজা হোতাহ্যায় ইস এস্কমে জানা আবসে ॥
সোজসে সিনেসে হর্দম হ্যায় মেরা দেল বিমার।
ওসপরি রুকে সেওয়া কবহো ভলা ইস্তিব্সে ॥
বঃনেকল্তা হ্যায় মেরি চস্মেসে হব্দম ইয়েঅস্ক।
যোগোজরতি হ্যায় মেরে দেলপর কোহুঁ আঃ কিস্সে ॥
হিজ্রেমে তেরে তড়পতা হ্যায় বহোত অবমহতাব।
অর্জ্জহাল অপনা ইএ করত হুঁ মঞ অপনেরবশে ॥ (৯৯)

সঙ্গীতসুধাকর সম্পূর্ণ।